হিন্দু-ধর্ম্ম।

(হিন্দু-শাস্ত্র-সংগ্রহ পুস্তক)

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত

ও

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত,

এবং

কলিকাতাস্থ হিন্দু-সভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৪।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

ভূমিকা

হিন্দু-সভা কর্তৃক হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহার সঙ্কলনে, কাশীপ্রবাসী ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ এবং ইয়ংমেন্‌স গীতা (Young-men's Gita) প্রণেতা শ্রীযুক্তপণ্ডিতকপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, মহাশয় যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন, এবং প্রয়াগের মুয়ার সেন্‌ট্রাল কলেজের (Muir Central College) ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক (Professor) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ, মহাশয়, বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, ইহার পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত দেখিয়া, আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এতন্নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সংগ্রহ পুস্তকে, ভিন্ন ভিন্ন মহাশয়গণ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক সকল মিলাইয়া, উদ্ধৃত মন্ত্র ও শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক প্রকাশিত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, কাশীধামের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃপারাম শর্ম্মা কৃত দশোপনিষৎ এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবত বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

"সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে মন্তব্য" এবং "আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে মন্তব্য" প্রস্তাবগুলির প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া, পুস্তকের শেষে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। প্রস্তাব পাঠের পূর্ব্বে, তদ্বিষয়ক মন্তব্য পড়াই সুবিধাজনক। আশা করি, পাঠকগণ তাহাই করিবেন।

৺ কাশীধাম,
জঙ্গমবাড়ী।
২০শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ, ১৩১৩

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ত্রিপাদুদ্ধে	ত্রিপাদূর্দ্ধ	৩	৪
সম্পত্তত্রৈ্যর্দ্ধ্যাবা	সম্পাতত্রৈর্দ্ধ্যাবা	৩	৩০
দৌ	দ্যৌঃ	৬	১০
নোচ্চয়েদ্	নোচ্চরেদ্	৭	৯
মেধা	মেবা	৭	১১
হ্নন্ত	হ্নন্ত	৭	২৪
বিনশতিন	বিনশ্যতি ন	৭	২৬
সহস্রায়শু	সহস্রাংশু	১২	৬
কর্ম্মাণি	কর্ম্মণি	১২	২৬
১৮	২৮	১২	২৭
স্তামশাশ্চ	স্তামসাশ্চ	১৪	১৭
ধাবয়	ধারয়	১৫	১২
পরমাত্মার	পরমাত্মায়	১৫	১৬
দক্ষ্যং	দাক্ষ্যং	১৬	২২
শ্রোতরং	শ্রোত্রকম্	২২	৭
ক্রমতীশ্বর	ক্রামতীশ্বরঃ	৩৬	২১
রমাস্তং	রমাশু	৪৭	১০ ২৭
২৮	১৭	৪৭	১১
ত্রৈ্যর্দ্ধ্যাবা	ত্রৈর্দ্ধ্যাবা	৪৯	২
দৌদিশো	দ্যৌদিশো	৫০	৯
সহস্রং	সাহস্রং	৫৬	২৬
তেজো	ধ্যান	৫৬	২৮
মস্তু	মস্তৃ	৭২	১১
গৃহ্যতেহ	গৃহ্যতেহ	৭২	২০
শীর্য্যতেহ	শীর্য্যতেহ	৭২	২১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গ্রসিষ্টূ	গ্রসিষ্ণু	৭৮	১১
শেষাণা	শেষাণ্য	৭৯	২১
পুমানপ	পুমানপি	৮০	২
নাস্তীঽ	নাস্তীহ	৮০	২৪
এওব্যং	[illegible]	৮৪	১০
যোর্গে	যোগৈ	৮৫	১৯
হবিষাপ	হবিষা	৮৭	১৭
হবিতো	হরিতো	৮৭	২৬

হিন্দুধর্ম্ম

(দ্বিতীয় ভাগ)

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।

(বেদ হইতে গৃহীত।)

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতাঃ
জীবাম কেন কচ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ১ম অধ্যায়)

ব্রহ্মবাদীরা বলেন:—ব্রহ্মই কি জগৎ সৃষ্টির কারণ? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি? প্রলয়কালে আমরা কোথায় অবস্থিতি করি? হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ! আমরা কি জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া সংসারে অবস্থিতি করিতেছি?

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্ম-যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩॥ ঐ ঐ

ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যান-তৎপর হইয়া পরমাত্মার শক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেই অদ্বিতীয় দেবতা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের সেই শক্তি অন্যের অলক্ষ্য ও সর্ব্বদা স্বীয় গুণে আচ্ছাদিত আছে।

সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।
ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা।
তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ ২॥

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক)

তিনি কামনা করিয়াছিলেন আমি প্রজারূপে বহু হই। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন, এবং আলোচনা করিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। তিনি তাঁহার সৃজিত বিশ্বে আত্মরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।

(বেদ হইতে গৃহীত)

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ
মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১ম অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, অংশ)

এই জগৎ প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। মৃত্যু কর্তৃক সমগ্র বিশ্ব আবৃত ছিল।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ,
সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ,
সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহন্নামাভবৎ।

(ঐ ঐ ৪র্থ ব্রাহ্মণ)

কেবল পুরুষরূপী আত্মাই ছিলেন। তিনি নিজের আত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকে না দেখিয়া "সোঽহমস্মি" অর্থাৎ, আমি সেই বলিয়া অনুভব করিলেন। ইহা হইতেই পরমাত্মার নাম অহং বা আমি হইল।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(ঋগ্বেদ ১০ম ১২১ সূ, ১ ঋক)

সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ বিশ্বের বীজাধার এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই ভূত পদার্থের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন।

তিনি এই পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করিলেন। (অন্যান্য বিষয় চিন্তা পরিহার করিয়া) আমরা হোম সাধন পদার্থ সমূহ দ্বারা কোন্ দেবতার হবন করিব?

ত্রিপাদূর্দ্ধে উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি। ৪।
(ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত)

ত্রিপাদ পুরুষ উর্দ্ধে সমুদিত। তাঁহার একপাদ মাত্র পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। এবম্প্রকারে প্রকাশিত হইয়া স্বয়ংই চেতন ও অচেতন বহুরূপী জগৎ হইয়া ব্যাপিয়া আছেন। ব্যাখ্যা। (১) বেদে, ব্রহ্ম ত্রিপাদ পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই তিন পাদ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। এই পাদত্রয় আবার অমৃতস্বরূপ। যথা—"ত্রিপাদস্যা মৃতং দিবি।" অর্থাৎ, সেই অমৃত পাদত্রয় স্বপ্রকাশ। (২) ইনি উর্দ্ধে আছেন। এ সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য বলেন, এই ত্রিপাদ পুরুষ সংসারে থাকিয়াও, পাঁকাল মৎস্যের ন্যায় সংসারের গুণ দোষ স্পর্শ রহিত। (৩) এক পাদ মাত্র পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। বেদে বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের শক্তির অংশ মাত্র সৃষ্টি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তস্মাদ্বিরাড় জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ।
সজাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ। ৫।
(ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত)

সেই আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি জীবভাবে প্রতীয়মান হইলেন। পরে ভূমি সৃষ্টি করিলেন এবং শেষে জীবশরীর সকল নির্ম্মাণ করিলেন।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ২। ঐ

এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র বিশ্ব ভূতকালের উদ্ভূত জগৎ এবং ভবিষ্যৎ কালে যাহা উৎপন্ন হইবে, সমস্তই সেই পরাৎপর পুরুষের অবয়ব। তিনিই প্রাণিগণকে অমর করিয়া থাকেন, যে হেতু তিনি তাহাদের ভোগের জন্য স্বীয় কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থা, অর্থাৎ জগৎরূপতা স্বীকার করিয়াছেন।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সম্বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥
ঋগ্বেদ ১০—৮১—৩।

সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র যাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার বাহু এবং সর্ব্বত্র যাঁহার পদ, যিনি মনুষ্যাদিতে বাহু এবং পক্ষ্যাদিতে পক্ষ সংযোগ করেন, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই নাই। কিন্তু, এ সমস্ত না থাকিলেও, ইহাদের কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁহার চক্ষু নাই কিন্তু তিনি সমুদায় দেখিতেছেন, তাঁহার মুখ নাই, কিন্তু জীবগণ সৃষ্ট পদার্থে তাঁহাকে দেখিতেছে, তাঁহার বাহু নাই, কিন্তু তাঁহার বল ও কৌশল সর্ব্বত্র প্রকাশিত, তাঁহার পদ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে আছেন। বাহু ও পক্ষ দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে যে, সকল প্রাণীকে তাহাদের আবশ্যক মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন।

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ।
স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা
স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ
মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ৪।

প্রশ্নোপনিষৎ ১ম প্রশ্ন)

জনৈক শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পিপ্পলাদ ঋষি বলিলেন :—

প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি কামনায়, আলোচনারূপ তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া ভাবিলেন যে, রয়ি (আদিভূত) এবং প্রাণ (চৈতন্য) সৃষ্ট হইলে "ইঁহারা আমার জন্য বহুবিধ প্রাণী উৎপাদন করিবে।" এবম্প্রকার ভাবনার পর, উক্ত মিথুন উৎপাদন করিলেন।

পরে এইরূপে মিথুনের ব্যাখ্যা করিলেন :—

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা। ৫। ঐ। অর্থাৎ, আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি (আদিভূত)। ব্যাখ্যা। চৈতন্য ও আদিভূতের যোগে সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ৩। অংশ।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ১ম অনুবাক)

এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি। অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে ওষধি উদ্ভূত হইয়াছে।

উচ্ছ্বসিতে তমোভবতি তমস—আপোঽপ্স্বঙ্গুল্যা মথিতে মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনাদ্ দণ্ডং ভবত্যণ্ডাদ্ ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধুক্ষরন্তি যদ্ধ্রুবম্। এতদ্ধি পরমং তপঃ। আপো-জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং নম ইতি। ৬। অংশ।

(অথর্ব্ব শির-উপনিষৎ)

পরমাত্মা বিশ্ব সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইলে তমঃ উৎপন্ন হইল, তমঃ হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে জল সমুদ্ভূত হইল, তখন ব্রহ্ম অঙ্গুলী দ্বারা সেই জল মথন করিলেন, সেই মথনের ফলে ফেনের ন্যায় শিশির উৎপন্ন হইল। পরে ফেন হইতে অণ্ড, এবং অণ্ড হইতে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মার দেহ হইতে বায়ু প্রাণরূপে বহিতে লাগিল, এবং সেই বায়ু হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হইল। তখন সকলে সত্যের অর্চ্চনা করিলেন। ইহাই পরম তপস্যা। অতএব জল, তেজ, রস ও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিন লোকে যিনি দেদীপ্যমান আছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

তৎকর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য
তত্ত্বেন সমেত্য যোগং। একেন দ্বাভ্যাং
ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ। ৩।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

পরমেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াই সৃষ্টি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুনরায় প্রকৃতির সহিত আত্মার যোগ সংঘটন করিলেন। কোথাও বা এক, কোন স্থলে দুই, কোথাও বা তিন ও কোন স্থলে বা অষ্ট (১) প্রকৃতির সহিত আত্মযোগ করিয়া জীব সৃষ্টি করিলেন। কালক্রমে তিনিই সেই আত্মাতে কামাদি সূক্ষ্ম গুণ সংযোজিত করিয়া দিলেন।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্। ৮।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মুণ্ডক ১ম খণ্ড)

ব্রহ্ম, জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এই বিশ্ব উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহা হইতে প্রথমে জগৎ উৎপত্তির বীজ অন্ন উদ্ভূত হইল, পরে অন্ন হইতে

(১) পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মনঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার।

প্রাণ, অর্থাৎ, হিরণ্য-গর্ভ, মন, সত্য (আকাশাদি পঞ্চ ভূত) পৃথিবী আদি লোকসমূহ এবং কর্ম্মজ অমৃত ফল উৎপন্ন হইল।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন আসীৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। ১।
(ঋগ্বেদীয়-ঐতরেয়োপনিষৎ ১ম খণ্ড)

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অপর কিছুই ছিল না। আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে তিনি দেখিতেছিলেন।

স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচির্ম্মর
মাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং
মরীচয়ঃ। পৃথিবীমরোয়া অধস্তাত্তা আপঃ।২।
(ঋগ্বেদীয় ঐতরিয়োপনিষৎ ঐ)

এইরূপে অবলোকন করিয়া তিনি এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে অম্ভোলোক (স্বর্গ) ইহার অধোভাগে মরীচিলোক (আকাশ) ইহার নিম্নে মরলোক (পৃথিবী, এখানকার লোক মরণশীল বলিয়া ইহা মরলোক নামে অভিহিত) পৃথিবীর অধোদেশে অব্‌লোক (জল)।

যথোর্ণ নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথাসতঃ পুরুষাৎকেশলোমানি, তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। ৭।
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ১ম খণ্ড)

যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজেই সূত্র বাহির করে, এবং পুনরায় সেই সূত্রকে তাহার শরীরের ভিতর প্রবেশিত করে, যেমন পৃথিবীতে বৃক্ষ, লতাদি সমুৎপন্ন হয় এবং জীবিত পুরুষ হইতে কেশ, লোম নির্গত হয়, সেই প্রকার পরমাত্মা হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নোঽ দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্। ১০।
(শ্বেতশ্বতর উপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বীয় দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহা দ্বারা নিজ দেহকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ পরমেশ্বর তাঁহার শক্তি দ্বারা আপ-

নাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার প্রতি প্রধাবিত করুন।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ,
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি। ১

(মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড)

যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় এবং সে সকল অগ্নিরই স্বরূপ, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে অশেষ প্রকার জীব উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তু নোচ্চয়েদ্
যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব
মেধাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। ২০ অংশ।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ

যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ দেহ হইতে সূত্র বাহির করে, কিম্বা যেমন জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ঠিক সেইরূপ, সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত) পরমাত্মা হইতে বাহির হয়।

এতস্মাদজায়ত প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খংবায়ু জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ৩।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড)

ইহাঁ হইতে প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয় সকল, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকল জীব এবং সকল পদার্থের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোবাহ্যঃ কৃৎস্নো,
রস ঘন এবৈবংবা ঽরেঽয়মাত্মাঽনঅরোঽবাহ্যঃ
কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুথায়
তান্যেবানু বিনশতিন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীঅরে ব্রবীমিতি
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ১৩।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! যেমন ঘনীভূত সৈন্ধব খণ্ডের ভিতর বাহির সমস্তই রস পূর্ণ লবণ, সেইরূপ ভিতর বাহির রহিত পরিপূর্ণ ঘনীভূত

জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা এই দৃশ্যমান ভূত সকল হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় তাহাতে বিলীন হইয়া যায়।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাশ্রিতাঃ সর্ব্বেতদুনাত্যেতিকশ্চন।
এতদ্বৈতৎ।১। কঠোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ বল্লী

এই সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে ও শাখা অধো ভাগে আছে। তিনি উজ্জ্বল, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত স্বরূপ। এই সংসার বৃক্ষ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই পরমাত্মা।

যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি।২। ঐ

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে স্ব স্ব নিয়মে চলিতেছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতিশয় ভয়ানক। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

ব্যাখ্যা। যাহারা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদের কাছে তিনি ভীষণ রূপে প্রতীয়মান হয়েন। কিন্তু, যাঁহারা তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিয়া নিত্য সুখের অধিকারী হয়েন।

আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।১।
(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ভৃগুবল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক।

সেই আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে তাঁহার দিকে ধাবমান হয় ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সন্তিষ্ঠতে।
এবং হবৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সন্তিষ্ঠতে।৭।
(প্রশ্নোপনিষৎ, ৪র্থ প্রশ্ন)

হে সৌম্য! যেমন পক্ষিগণ তাহাদের বাস বৃক্ষ আশ্রয় করে, সেই প্রকার সমগ্র বিশ্ব পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
স কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, স্বয়ম্ভু, তিনি সকলের কারণ, তিনিই কাল-কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বগুণাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ ও অব্যক্ত। তিনি বিজ্ঞান, আত্মা ও জীবাত্মার অধিপতি। তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা, সেই পরম পুরুষই সংসারে স্থিতি, মোক্ষ ও বন্ধনের কারণ।

ব্যাখ্যা। গুণত্রয়। প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-বিশিষ্ট। গুণ-ভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যই ত্রিগুণবিশিষ্ট, তবে যাঁহাতে যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাঁহাকে সেই গুণান্বিত বলা যায়।

গুণত্রয়-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচন এই—

(১) সাত্ত্বিক—মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি সকল কার্য্যে সঙ্গরহিত ও অহঙ্কারশূন্য এবং ধৃতি (মনের স্থিরতা) ও উৎসাহ সমন্বিত, যাঁহার ক্রিয়ার ফল-লাভ ও অলাভে কিছুমাত্র মনের বিকার হয় না, তিনিই সাত্ত্বিক।

(২) রাজসিক—রাগী কর্ম্মফল-প্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

যিনি অনুরাগী, কর্ম্মফলপ্রয়াসী, পরদ্রব্যে লোভী, পরপীড়ক এবং শৌচ-বিবর্জ্জিত, কর্ম্মফলের লাভ ও অলাভে অতিশয় হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই রাজসিক।

(১) তামসিক—অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

যাঁহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, যিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অনম্র ও শঠ, যিনি পরবৃত্তি-হরণে তৎপর, অলস, বিষাদযুক্ত এবং দীর্ঘসূত্রী (তৎপর কার্য্য করণে অক্ষম), তিনিই তামসিক।

(বেদ হইতে গৃহীত)

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যতে ঈশনায়॥ ১৭॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

তিনি তন্ময় অর্থাৎ বিশ্বময়, অমৃত, নিয়ন্তারূপে সংস্থিত, জ্ঞানবান্, সর্ব্বত্র গমনশীল, এবং এই ভুবনের পালনকর্ত্তা। তিনি এই বিশ্বকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ভিন্ন এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কারণ নাই।

অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং
লোকানামসম্ভেদায়, নৈনং সেতুমহোরাত্রে
তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং
ন দুষ্কৃতং, সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপ-
হতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতং সেতুং
তীর্ত্বান্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো
ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি, তস্মাদ্বা
এতং সেতুং তীর্ত্বাপী নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে,
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ। ১।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮ম প্রপাঠক, ৪র্থ খণ্ড)

এই আত্মা সেতুস্বরূপ হইয়া সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন, কেননা তাহা না করিলে সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অহোরাত্রাদি কাল দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। এই আত্মাকে জরা অভিভূত করিতে পারে না, ইহা মৃত্যুর বশীভূত নহে, ইহা শোকগ্রস্ত হয় না এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগও করে না। সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত আছেন বলিয়া ইনি অপহতপাপ্মা, অর্থাৎ সর্ব্ব পাপের অতীত। এই ব্রহ্মরূপ সেতুকে পাইয়া অন্ধও চক্ষুষ্মান্ বিদ্ধও অবিদ্ধ এবং উপতাপীও তাপবিহীন হইয়া থাকে, আর তাঁহাতে যেমন দিন-রাত্রি নাই, সেইরূপ তাঁহাকে যে পায় তাহার রাত্রিও দিনরূপে নিষ্পন্ন হয়। সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী, জ্যোতি দর্শন করে, কেননা ব্রহ্মলোক সর্ব্বদাই ব্রহ্মের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত।

(মনুসংহিতা হইতে গৃহীত)

আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৫॥

(মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়)

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ়তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়; কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় নয়। তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ ৬॥ ঐ

পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি (১) চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত ভাবের ধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হয়েন।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥ ৭॥ ঐ

যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত ও সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ৮॥ ঐ

সেই অচিন্ত্য পুরুষ স্বীয় শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় ধ্যানস্থ হইয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে জলসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ, বায়ু ও তেজ সৃষ্টির উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ২৫ হইতে ২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুপুরাণেও এই কয়েকটী পদার্থ ব্যতীত অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতির উল্লেখ আছে। "অহঙ্কার" ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব। "মহত্তত্ত্ব" তাঁহার সৃষ্টির নিয়ামক বুদ্ধি এবং "প্রকৃতি" তাঁহার পূর্ণ সৃষ্টি-শক্তি। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম সর্গ দ্বিতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সর্গ সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

---

(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, (পঞ্চভূত), অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি নেত্র, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, (জ্ঞানেন্দ্রিয়) বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, জনন (কর্ম্মেন্দ্রিয়), মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, (পঞ্চতন্মাত্র) ২৪; এতদ্ভিন্ন, জীবরূপ পরা প্রকৃতি আছে (গীতা ৭।৫ দ্রষ্টব্য), ইহা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

মনুসংহিতায় প্রথম জলসৃষ্টি সম্বন্ধে কুল্লুকভট্ট এই টীকা করিয়াছেন—
"অপাং সৃষ্টিশ্চেয়ং মহদহঙ্কারতন্মাত্রক্রমেণ বোদ্ধব্যা ইত্যাদি।"

অর্থাৎ, "জল সৃষ্টি করিলেন" এই উক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র-সৃষ্টি এবং আকাশ, বায়ু ও তেজ অভিব্যক্ত হইলে পর, জল উৎপন্ন হইল।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯॥ ঐ

উক্ত বীজ জলসংযোগে সোণার বর্ণসদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল। এই অণ্ডে, পরমাত্মা স্বয়ংই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রূপে জন্ম লইলেন।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥১২॥ ঐ

পিতামহ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রাহ্মমানের এক বৎসর বাস করিয়া আত্মগত ধ্যানপ্রভাবে অণ্ডটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥১৩॥ ঐ

তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ আদি লোক, অধঃখণ্ডে পৃথিবী আদি নির্ম্মাণ করিলেন। মধ্যে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্র সকল স্থাপিত করিলেন।

বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৫ অংশ ॥ ঐ

তিনি ক্রমে ক্রমে বিষয়গ্রহণক্ষম পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।

তেষান্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে ॥১৬॥ ঐ

ইহাদের অন্তর্গত অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, (১) এই ছয়টীর সূক্ষ্মতম অবয়বের সহিত আত্মমাত্রা যোজনা করিয়া তিনি সমুদায় জীব সৃষ্টি করিলেন।

যস্তু কর্ম্মাণি যস্মিন্ সন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ন্তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৮॥

মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

---

(১) পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম পদার্থ।

পরমেশ্বর প্রথম হইতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও সেই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল ॥

এবং সর্ব্বং স সৃষ্টে্বদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মন্যন্তর্দ্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্ ॥৫১॥ ঐ

সেই অচিন্ত্যবীর্য্য পরমেশ্বর এবম্প্রকারে সমুদায় জগৎকে ও আমাকে (মনু) সৃষ্টি করিয়া কাল কর্ত্তৃক কালের বিনাশ সাধন করিয়া প্রলয়কালে পুনরায় আপনাতে আপনি অন্তর্হিত হন।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদাসর্ব্বং নিমীলতি ॥৫২॥ঐ

যখন সেই দেবতা জাগরিত হন, তখন এই জগৎ সচেতন থাকে, কিন্তু যখন সেই শান্ত আত্মা সুষুপ্তিলাভ করেন, তখন সমুদায় নিমীলিত হয়।

এবং স জাগ্রৎ স্বপ্নাভ্যামিদং সর্ব্বং চরাচরম্।
সংজীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ ॥৫৭॥ ঐ

এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ তাঁহার জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার দ্বারা সমগ্র চরাচরের সর্ব্বদা সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন।

অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥১৫॥

(মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়)

পরব্রহ্মের শরীর হইতে অসংখ্য জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়া উত্তমাধম দেহলাভ করতঃ স্ব স্ব কর্ম্ম চেষ্টা করিতেছে।

গীতা হইতে গৃহীত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৭ম অধ্যায়)

ভগবান্ বলিতেছেন—

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই আমার অষ্টবিধ বিভিন্ন প্রকৃতি।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥ ঐ

পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকৃতিকে অপরা (নিকৃষ্টা) কহে। হে মহাবাহো (অর্জ্জুন!) ইহা ভিন্ন আমার পরা (শুদ্ধা) প্রকৃতি আছে, তাহা জীবনস্বরূপ, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥ ঐ

এই দুইপ্রকার প্রকৃতিই সর্ব্বভূতের কারণ। এই নিখিল জগৎ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥ ঐ

হে ধনঞ্জয়! আমা ব্যতীত জগতের সৃষ্টি-সংহারের অপর কোন কারণ নাই। মণিমালা যে প্রকার সূত্রে গ্রথিত থাকে, সমুদায় জগৎ সেইরূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥ঐ

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজস্বরূপ জানিবে। আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজ।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামশাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধিন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥ ঐ

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক যে সকল ভাব আছে, সে সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে, কিন্তু আমি তাহাদের বশবর্ত্তী নহি, কেননা আমি ত্রিগুণাতীত।

(গীতা হইতে গৃহীত)

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০ ॥

(শ্রীমদভগবদ্‌গীতা, ৯ম অধ্যায়)

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠানেই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করেন এবং আমার অধিষ্ঠান হেতুই এই জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। ১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
(ঐ অষ্টম অধ্যায়)

ব্রহ্মার দিবসারম্ভে এই বিশ্ব প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি সমাগমে তাহা প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া থাকে (১৮)। সেই চরাচর ও প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির পর, ব্রহ্মার রজনীযোগে প্রলয় প্রাপ্ত এবং ব্রহ্মার দিবসাগমে উদ্ভূত (১) হয় (১৯) কিন্তু সেই প্রকৃতির অতীত অন্য অব্যক্ত বস্তু আছেন, যিনি সর্ব্ব-প্রাণি-বিনাশেও বিনষ্ট হন না ॥ ২০ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥ (ঐ ৯ম অঃ)

সর্ব্বত্র-গমনশীল বায়ু যে প্রকার মহান্ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সকল সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করে, ইহা তুমি অবগত হও।

ব্যাখ্যা। আকাশে অবস্থিতি করিলেও যে প্রকার বায়ু আকাশের সহিত মিলিত হয় না, সেইরূপ ভূতগণ পরমাত্মার অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয় না, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ ঐ ঐ।

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে ভূতগণ আমার শক্তিরূপিণী প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পারম্ভে আমি সেই সকল ভূত উৎপন্ন করি।

(গীতা হইতে গৃহীত)

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায়)

---

(১) তেতাল্লিশ অর্ব্বুদ, বিংশতি কোটি মানব—বৎসরে এক কল্প হয়। প্রত্যেক কল্প সময়ে ব্রহ্মা জাগ্রৎ থাকেন, এবং কল্প শেষ হইলে নিদ্রা যান। জাগ্রত কাল ব্রহ্মার দিন এবং নিদ্রিতকাল তাঁহার রাত্রি। দিবস ও রজনী উভয়ের পরিমাণ একই।

হে অর্জ্জুন! গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি স্রষ্টা হইলেও আমাকে কর্ত্তৃত্বশূন্য বলিয়া জানিবে। যেহেতু, আমি আসক্তিবিহীন।

ব্যাখ্যা। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের ১২শ মন্ত্রে আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।

অর্থাৎ, ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, বাহুযুগল রাজন্য, ঊরুযুগল বৈশ্য এবং পাদদ্বয় শূদ্র হইল। কিন্তু, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ আদি চারিটী জাতি নহে, চারিটী বর্ণ মাত্র। জাতি, জন্মের সহিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণাদি সেরূপ নহে। সংস্কারবিশেষ দ্বারা (উপনয়ন) তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। মনুসংহিতায় আছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী দ্বিজাতি, কিনা যাহারা দুইবার জন্ম গ্রহণ করে। চতুর্থ শূদ্র এক জাতি, অর্থাৎ একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করে, যেহেতু তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই।

ভগবান আর একস্থানে বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ। ৪১।
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪২।
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪৩।
কৃষি-গোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪॥

শ্রীমদভগবদগীতা ১৮শ অধ্যায়।

'হে পরন্তপ! পূর্ব্বজন্ম সংস্কার প্রসূত গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম পৃথক পৃথক রূপে স্থির হইয়াছে (৪১) শম, দম, তপ শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম (৪২) শৌর্য্য তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও প্রভুত্ব, এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের

স্বভাবজ ধর্ম্ম (৪৩) কৃষি, গোরক্ষা, ও বাণিজ্য, এই তিনটী বৈশ্যের স্বভাবজ ধর্ম্ম এবং দ্বিজাতিদিগের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাবজাত ধর্ম্ম (৪৪)।

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাং স্তদাসীৎ। ২৩।

(বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়)

প্রলয়কালে, দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না, তখন কেবল ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অগোচর প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ ছিলেন।

ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। ২৮। ঐ।
প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ। ২৯। ঐ।

তদনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়, সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর, ইচ্ছানুসারে, পরিণামী অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষোভিত, অর্থাৎ, সৃষ্টি করণে উন্মুখ করিয়া থাকেন।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ। ৬৩।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ। ৬৪।
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্। ৬৫।
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা স এব পাত্যত্তিপাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি র্বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ। ৬৬। ঐ

প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত

হয়েন। (৬৩) যেহেতু, পৃথিবী, অপ্ তেজ বায়ু আকাশ সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃ-করণ ইত্যাদি রূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ তখন ভূতস্থ সর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তদ্বিভূতির বিস্তার হেতু) ৬৪।৬৫ তিনিই স্রজ্য, তিনিই সর্গকর্ত্তা, তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন, তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষ মূর্ত্তি। অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য। ৬৬।

যথাবাতবশাৎ সিন্ধাবুৎপন্নাঃ ফেণবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ। ৪৭।

শিবসংহিতা ১ম পটল।

যেমন বায়ু প্রভাবে সাগরে ফেণ বুদবুদ প্রভৃতি সঞ্জাত হয়, আত্মাতেও মায়া-প্রভাবে তদ্রূপ এই ক্ষণ-ধ্বংসী সংসার উৎপন্ন হইয়াছে।

বিন্দুঃ শিবোরজঃ-শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎস্বয়ম্।
স্ব প্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া। ৯৮। ঐ ঐ।

বিন্দু শিব-স্বরূপ এবং রজঃশক্তি-স্বরূপ, এই উভয়ের মিলন হইলে স্বয়ং আত্মা জড়রূপা স্বীয় শক্তি দ্বারা বহুরূপে প্রকাশমান হয়েন।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স ব্রহ্মা বৈ চাসৃজৎ প্রজাঃ॥

বহ্নিপুরাণ।

ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ দ্বারা নারী হইলেন। এই নারীর গর্ভে তিনি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন।

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিণী।
মায়া বল্কলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।

নির্ব্বাণ তন্ত্র।

(আত্মতত্ত্ব-দর্শন হইতে গৃহীত)

সত্যলোকে আকার রহিত মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপা নিজ মায়া দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণকতুল্য স্বভাবে বিরাজিত আছেন। চণক (ছোলা) যেরূপ একটী আবরণ (খোসা) মধ্যে অঙ্কুর সহ দুই খানি (দাল) দল্ল একত্র এক আবরণে আবদ্ধ থাকে। প্রকৃতি পুরুষও সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সহ মায়ারূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই মায়ারূপ বল্কল (খোসা) ভেদ করিয়া, শিব-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টি বিন্যাস হইয়াছে।

তথা বিস্তীর্ণসংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

(যোগবাশিষ্ঠসার ১০ প্রকরণ)

এই বিস্তীর্ণ সংসার পরমেশ্বরেই লয় পাইয়া থাকে।

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

নারায়ণপরা বেদা, দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥
নারায়ণপরোযোগো নারায়ণপরস্তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥
তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কুটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়)

(ব্রহ্মা নারদের প্রতি)

কি বেদ, কি স্বর্গাদি লোক সকল, কি যজ্ঞ, সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত, এবং দেবতাগণ, নারায়ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। (১৫) যোগ, তপস্যা, জ্ঞান, অথবা এই সকলের ফল, নারায়ণ হইতেই উদ্ভূত হয়। (১৩) তিনি আমার স্রষ্টা, এ বিশ্বও তাঁহা কর্তৃক সৃজিত, কিন্তু সেই পরমাত্মা দ্রষ্টা ও সাক্ষী স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কটাক্ষরূপ আজ্ঞা পাইয়া, আমি তঁাহার সৃষ্ট পদার্থ সকলকে বারম্বার প্রকাশ করিয়া থাকি। (১৭) তিনি নির্গুণ

হইলেও, মায়া সংসর্গে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় গ্রহণ করতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস কার্য্য সমাধা করেন। (১৮)

ব্যাখ্যা। সৃষ্টি দুই প্রকার, ব্রহ্মের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি। পরব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্টিই আদি সৃষ্টি। আদি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র পরমাত্মা ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। এই আদি পুরুষের একটী শক্তি হইতে (যাহা মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত এবং প্রধান আদি নামে অভিহিত হয়) ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইল। এই সৃষ্টি একবার মাত্র হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৪৮ সূক্তের ২২ মন্ত্রে আছে "সকৃদ্ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ ভূমিরজায়ত।" অর্থাৎ একবার মাত্র ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছে। এই সময় সমস্ত বিশ্ব একার্ণব জলে বীজরূপে বর্ত্তমান ছিল। ইহাকেই খণ্ড প্রলয় কহে। ইহার পর ব্রহ্মার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তখন ব্রহ্মা পূর্ব্বকার সৃষ্ট বীজ সকল লইয়া সমুদায় প্রকাশিত করেন, নূতন কিছুই করেন না। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৯০ সূক্তে, ১, ২ ও ৩ মন্ত্রে আছে—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই :—

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

মহা প্রলয় সময়ে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তৎকালে কেবল অন্ধকার জন্মিয়াছিল। পরে সৃষ্টির আরম্ভ কালে, অদৃষ্টবলে, সৃষ্টিরমূল, জলে পরিপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই জল হইতে বিশ্ব প্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন, তিনি দিবা-প্রকাশক সূর্য্য এবং রজনীপ্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া, বৎসর কল্পনা করেন। পরে, ক্রমে ক্রমে মহঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধস্থ লোক চতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রতি খণ্ড প্রলয়ের পর চলিতেছে।

এখন একটী বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক। উপর উদ্ধৃত ১৭ শ্লোকে ব্রহ্মা স্বতন্ত্র দেবতারূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু বেদে এবং মনু স্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মরূপে জন্ম লইলেন।

পরমাত্মা এই কয়েকটী নামে অভিহিত (১) স্বয়ংভূ, অর্থাৎ স্বয়ংই আবির্ভূত (২) হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ হিরণ্ময় আবরণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত (৩) প্রজাপতি, অর্থাৎ

জীবগণকে সুবিধান দ্বারা পালনকর্ত্তা (৪) নির্গুণ ব্রহ্ম সাকার হওয়াতে ব্রহ্মা নামে অভিহিত (৫) বিবিধ পদার্থ সকল তাঁহাতে প্রকাশ পায় বলিয়া তিনি বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড (৬) এই ব্রহ্মাণ্ড ইঁহার শরীর বলিয়া ইনি বিরাট পুরুষ। পুরীতে বাস করেন বলিয়া ইনি পুরুষ। বিশ্বই পুরী, ইহাতে ব্রহ্ম বাস করেন। ব্রহ্মের এই সকল গুণবাচক শব্দ, পুরাণে এক একটী দেবতায় পরিণত হইয়াছে।

আবার নারদ-পঞ্চ-রাত্রে, ব্রহ্মা এইরূপ বিবৃত হইয়াছেন ঃ—"মনঃস্বরূপো ব্রহ্মা চ মনোঽধিষ্ঠাতৃ দেবতা।" অর্থাৎ, ব্রহ্মাই মনের স্বরূপ এবং তিনি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সাংখ্যসারে আছে "ব্রহ্মণা মন্যতে বিশ্বং মনসৈব স্বয়ম্ভুবা।" অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মনঃ সঙ্কল্প দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এইজন্য বিশ্ব মনোময়।

শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, পরব্রহ্মের সৃষ্টি সঙ্কল্প ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃকরণের চারিটী বৃত্তি, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত ব্রহ্মার চারিটী মুখরূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নে র্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী। ৭৫।
শিবসংহিতা ১ম পটল।

আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ এবং বায়ুর সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি হয়, আকাশ, বায়ু ও অগ্নি এই তিনের সংযোগে জল উদ্ভূত হয়, এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারিটীর সংযোগে পৃথিবী প্রকাশ পায়।

খং শব্দলক্ষণো বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণং। ৭৬।
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্। ৭৭।
শিবসংহিতা ১ম পটল।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইহা নিশ্চিত, ইহার আর অন্যথা হয় না।

নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ।
তস্মাদাকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ।
বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ। তন্ত্র॥

নিরঞ্জন, নিরাকার মহেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উদ্ভূত হইয়াছে।

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধন্যমিন্দ্রিয়ম্। ২৮
জ্ঞানসঙ্কলিনী—তন্ত্র।

স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু, ও কর্ণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ তত্ত্ব। কিন্তু, এক মাত্র মনকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের (১) কারণ বলিয়া জানিবে।

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৩॥
(শ্রীমদভাগবত—৩য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়)

এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জীবের আত্মা ও সমগ্র জগতের বিভুই বিদ্যমান ছিলেন। সেই আত্মা স্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টিকালে, স্ব-ইচ্ছায়, নানা ভাবে, উপলক্ষিত হইলেন।

সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ। ২৫। ঐ

ভগবানের সৃষ্টিশক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত। হে মহাভাগ! এই শক্তি মায়া নামে অভিহিত। এবং ইহা দ্বারাই তিনি এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা সৎ ও অসৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সৎ কিনা বিশ্বের ব্যক্ত অবস্থার কার্য্যশক্তি, 'অসৎ' কিনা, বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থার কারণ শক্তি।

---

(১) যাহা কর্ত্তৃক অহঙ্কারের ক্রিয়া শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়।

বিশেষস্তু বিকুর্ব্বানাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াত্র্ সংস্পর্শে শব্দরূপগুণান্বিতঃ। ২৯।
(ঐ ঐ ২য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়)

পৃথিবীতে, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই কয়েকটীর কারণত্ব সম্বন্ধ থাকাতে, ঐ সকল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসে পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ! তেজের গুণ রূপ এবং জলের গুণ রস।

জলে, বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, তেজের ধর্ম্মরূপ, আকাশের ধর্ম্ম শব্দ অনুভূত হয়। জল, বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে পৃথিবী জন্মে। গন্ধ, পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ২৫—২৮ দেখুন।

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ
যদায়তননির্ম্মাণে নশেকুর্ব্রহ্মবিত্তমঃ। ৩২
তদাসংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ ৩৩॥
(শ্রীমদভাগবত ২য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়)

এই ভূত সকল, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণ, পরস্পর মিলিত না হওয়াতে, সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ হয় নাই (৩২) পরে ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা ভাবাভাব গ্রহণ করতঃ সমষ্টি (মিলিত) ও ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক) স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল।

বিষ্ণুপুরাণেও এই ভাবটী অভিব্যক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎস্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। ৩০।
সএব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চপুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ। ৩১
(বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায়)

যেমন গন্ধ নাসিকায় সন্নিধিমাত্রেই মনকে বিক্ষোভিত করে, সেই প্রকার

পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হইয়াও সন্নিধিহেতু প্রকৃতি ও পুরুষকে বিক্ষোভিত করেন। হে ব্রহ্মন্! সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্মই প্রকৃতির ক্ষোভ-কারক ও রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য। কেননা সঙ্কোচ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ অর্থাৎ গুণক্ষোভ, এই উভয় গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মই প্রলয় ও সৃষ্টিকালে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন।

কালাদ্গুণ ব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ। ২২।

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়।

পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত কাল হইতে গুণক্ষোভ হয়, অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যভাব থাকে না, তাহাতেই সৃষ্টির নিমিত্ত উন্মুখতা জন্মে। স্বভাব হইতে রূপান্তর হয় এবং কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

গুণেভ্যঃ ক্ষোভমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একামূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।

(মৎস্যপুরাণ)

সেই গুণত্রয় ক্ষোভিত হইলে, দেবতাত্রয় উৎপন্ন হয়েন, অর্থাৎ, সত্বগুণ হইতে বিষ্ণু, রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা এবং তমোগুণ হইতে মহেশ্বর।

ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ।
আকাশং সুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্।
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বায়ুরুৎপদ্যতে তস্মাৎ তস্য স্পর্শগুণো মতঃ।

(কূর্ম্মপুরাণ)

ঈশ্বর ভূতাদি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে শব্দ তন্মাত্র সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইতে শব্দ গুণ যুক্ত আকাশ, আকাশের পর স্পর্শ তন্মাত্র এবং তাহা হইতে স্পর্শগুণ-শালী বায়ু সমুদ্ভূত হইল। এবম্প্রকারে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছিল।

(পুরাণাদি হইতে গৃহীত)

গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
মনোমহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তিভেদতঃ।

(লিঙ্গপুরাণ)

গুণক্ষোভে, অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থায় মহত্তত্ত্ব (১) উদ্ভূত হয়। এই মহত্তত্ত্বই মন, কেবল বৃত্তি ভেদ জন্যই, তাহা ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত।

মহত্তত্ত্বের এই ত্রয়োদশটী নাম বুধগণ উল্লেখ করেন :—

মন, মহৎ, মতি, ব্রহ্মা, পূর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সংবিৎ এবং বিপুর, কিনা বিপরীত জ্ঞানের অভাব।

গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ স্বর্গকালে দ্বিজোত্তম! (৩৩)
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্॥ ৩৪॥

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সৃষ্টিকালে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ক্ষোভিত হইলে, মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল। মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতির দ্বারা আবৃত হইল। যে প্রকার বীজ ত্বক্‌দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্বত্র সমাবৃত হইয়া রহিল।

নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহিতং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥ ৪৮॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
একসংঘাত লক্ষ্যাশ্চ সংপ্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ॥ ৪৯॥
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥ ৫০॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ২য় অধ্যায়)

পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন :—

এই পঞ্চভূত সৃষ্ট হইয়া পরমাণু অবস্থায় রহিল, কারণ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্বভাব যুক্ত হওয়াতে, পরস্পর সংযোগ ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে

---

(১) মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ॥

বায়ুপুরাণ।

সমর্থ হইল না। পরে তাহারা একপদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইলে, ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে ও প্রকৃতির পরিণাম উন্মুখতাহেতু, ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল।

নারদ-পঞ্চ-রাত্রে, সৃষ্টি বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে :—

দৃষ্ট্বা শূন্যং সর্ব্ববিশ্বং ঊর্দ্ধঞ্চাধসি তুল্যকং।
সৃষ্ট্যুন্মুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ২৩॥
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ বিভুঃ স্বয়ম্॥ ২৪॥ ৩ অঃ, ২ রাত্র।

এই সমুদায় বিশ্ব ঊর্দ্ধ এবং অধঃ শূন্যময় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই এক মাত্র ঈশ্বর দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। একটী ভাগ স্ত্রী অর্থাৎ বিষ্ণু-মায়া, এবং অপরটী তিনি স্বয়ং পুরুষ রূপে প্রতীয়মান হইলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে :—

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥
সাচ ব্রহ্ম স্বরূপাচ মায়া নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মাচ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥ ৯॥
প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

ভগবান সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া যোগাবলম্বন করত আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষ ও বামার্দ্ধ প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মরূপিণী মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী। যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, সেইরূপ যেখানে আত্মা সেখানে শক্তি এবং যেখানে পুরুষ সেখানে প্রকৃতি বিরাজমানা থাকেন।

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকরণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য শক্তয়ঃ॥ ৫১॥
বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৪র্থ অধ্যায়।

তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টি কর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত।

মনুষ্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আছে ঃ—

তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্ স্রোতস্তু সাধকম্॥ ১৫॥
যস্মাদর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্ব্বাক্ স্রোতসস্ততে।
তেচ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ॥ ১৬॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অধ্যায়।

সত্য-অভিধ্যায়ী ব্রহ্মধ্যান করিলে পর, অব্যক্ত হইতে অর্ব্বাক্‌স্রোতা সাধক অর্থাৎ মনুষ্য প্রাদুর্ভূত হইল। ১৫। অধঃ প্রবিষ্ট আহারে জীবিত বলিয়া মনুষ্য অর্ব্বাক্ স্রোতা নামে অভিহিত। মনুষ্য প্রকাশ বহুল, তমো-গুণান্বিত এবং রজোধিক।

আত্ম-জ্ঞান।

আত্মা দুই প্রকার প্রকৃতি লইয়া দেহ ধারণ করেন। একটী দেবপ্রকৃতি, অপরটী অসুরপ্রকৃতি। এই দুইটী প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥
দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। (অংশ)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৬শ অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগস্থিতি, দান, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) আর্জব (সরলতা) (১) অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য (অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা) সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা (২) তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ

(অন্তের অপকার না করা) এবং অনভিমানিতা, এই সকল দৈবীসম্পদ্। (৩) কিন্তু, রজঃ ও তমঃ গুণময় মনুষ্যগণে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য (কঠোরতা) ও অজ্ঞানতা এই কয়েকটী আসুরী সম্পদ্। দৈবীসম্পদ্ মোক্ষের হেতু ও আসুরীসম্পদ্ বন্ধনের কারণ।

আসুরীভাব পরিত্যাগ না করিলে মনুষ্যের যে অবস্থা হয়, তৎসম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন :—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০॥ ঐ
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩॥ ঐ

হে কৌন্তেয়! মূঢ় ব্যক্তিগণ অসুরযোনি পাইয়া, অবিবেকতা প্রযুক্ত আমাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করাতে, জন্ম জন্ম আরো অধোগতি প্রাপ্ত হয়। (২০) যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। তাহার না ইহ লোকে সুখ হয়, না পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

বোধোঽন্য সাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনং।
পাকস্য বহ্নিবজ্ জ্ঞানং বিনা মোক্ষো নসিধ্যতি॥ ২॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-কৃত আত্মবোধ)

কাষ্ঠ, জল, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিলেও, অগ্নি যেমন রন্ধনের প্রধান উপায়, সেইরূপ, কর্ম্ম-অনুষ্ঠানআদি কারণ সত্বেও, আত্মজ্ঞানই মোক্ষ লাভের প্রধান উপায়।

নানোপাধিবশাদেব জাতিনামা শ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবৎ॥ ১০॥ ঐ ঐ

যেমন জলে, নানা পদার্থের সংযোগে, মধুরাদি রস ও নীলাদি বর্ণের গুণ আরোপিত হয়, সেই প্রকার নানা উপাধি প্রযুক্ত, আত্মাতে, জাতি, নাম প্রভৃতি আরোপিত হয়।

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥ ৪॥ ঐ ঐ

যেমন দিবাকরের কিরণ মেঘাবৃত হইলে, খণ্ড ২ ভাবে দেখা যায়, কিন্তু মেঘ বিদূরিত হইলে, তাহা অখণ্ডরূপে প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার জীবের

অজ্ঞানতা দূর হইলে, উপাধিশূন্য পরমাত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আত্মাতে প্রকাশিত হয়েন।

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ॥ ১৯॥ ঐ ঐ

যেমন সূর্য্যের আলোক আশ্রয় করিয়া, লোকে স্ব স্ব কার্য্য করে, সেইরূপ, আত্ম্য-চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আপন আপন কার্য্য সমাধা করে।

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দ-নিত্য-নির্ম্মলতাত্মনঃ॥ ২৩॥ ঐ ঐ

যেমন সূর্য্যের গুণ, প্রকাশ করা, জলের গুণ শৈত্য, এবং অগ্নির গুণ উষ্ণতা, সেইরূপ, জ্ঞান, আনন্দ, নিত্য, নির্ম্মলতা প্রভৃতি আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে।

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি॥ ৪॥
মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। গৌড়পদীয় কারিকা ৩য় প্রকরণ।

যেমন ঘট-আদির উৎপত্তিতে, ঘটাকাশ আদির উৎপত্তি হয়, এবং সেই ঘট-আদি ভঙ্গ হইলে, তাহার মধ্যস্থিত আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, সেই রূপ দেহাদির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই দেহের নাশে জীব আত্মাতে লয় পায়।

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥ ৫॥ ঐ ঐ

যেমন একটী ঘটের মধ্যস্থল, ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা পূর্ণ হইলে, সকল ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, সেই প্রকার এক দেহান্তর্গত জীব যে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, অন্য দেহস্থিত জীব তাহা ভোগ করে না।

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ॥ ৮॥ ঐ ঐ

যেমন বালকেরা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত, ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত আকাশকে মলিন জ্ঞান করে, সেইরূপ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, দেহে নানা প্রকার মালিন্য দেখিয়া, আত্মাকে মলিন বিবেচনা করে। অর্থাৎ, যেমন আকাশ নির্ম্মল,

কেশাদি তাহার ধর্ম্ম নহে, আত্মাও সেই প্রকার নির্ম্মল, জন্ম-মরণাদি তাহার ধর্ম্ম নহে।

তস্যৈষএব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যো-ঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। সবা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ বিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ॥ ২ ॥

তৈত্তরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৪র্থ অনুবাক।

সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রাণময় শরীরে মনোময় আত্মা আছেন, এবং ইহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা বিরাজিত ও ইঁহার দ্বারা মন পূর্ণ। সেই বিজ্ঞান-ময় আত্মা, পুরুষাকার এবং তাঁহার অঙ্গ সকল এই:—শ্রদ্ধা তাঁহার মস্তক, ঋত, কি না যথার্থ বিশ্বাস, তাঁহার দক্ষিণ বাহু, সত্য তাঁহার উত্তর বা বাম বাহু, যোগ তাঁহার আত্মা, কিনা মধ্য দেহ, এবং, মহ, অর্থাৎ বুদ্ধি তাঁহার পুচ্ছ, কি না অধোভাগ, ও প্রতিষ্ঠা, কি না কারণ।

তস্যৈষ এব শারীর-আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ-পূর্ণঃ। সবাএষ পুরুষ বিধএব। তস্য পুরুষ বিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ-উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ॥ ২ ॥

ঐ ঐ—৫ম অনুবাক।

উপরোক্ত বিজ্ঞানময়-আত্মার অভ্যন্তরে আনন্দময়-আত্মা আছেন। ইঁহার দ্বারা বিজ্ঞানময় শরীর পরিপূর্ণ। সেই আনন্দময়-আত্মা, পুরুষাকার এবং তাঁহার অঙ্গ সকল এই:—প্রীতি (হর্ষ) তাঁহার মস্তক, আমোদ (সুখ) তাঁহার দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ তাঁহার বাম বাহু, আনন্দ তাঁহার আত্মা বা মধ্য দেহ, এবং ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছ, কি না অধোভাগ ও প্রতিষ্ঠা, কি না কারণ।

ব্যাখ্যা:—শরীর পঞ্চকোষ সমন্বিত, যথা—

(ক) অন্নময়, (খ) প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময় এবং (গ) আনন্দময়।

(১) দেহ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, এবং অন্নাভাবে বিনষ্ট হয় বলিয়া দেহকে অন্নময় কোষ বলে।

(ক) অন্নময় কোষ—স্থূল-শরীর।

(খ) প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষ—সূক্ষ্ম-শরীর।

(গ) আনন্দময় কোষ—কারণ-শরীর।

(২) প্রাণময়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, কিম্বা প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ু সহ মিলিত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া, দেহকে প্রাণময় কোষ বলে।

(৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলে।

(৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিত বুদ্ধিকে, বিজ্ঞানময় কোষ বলে।

(৫) সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞান, পরমাত্মার আবরক বলিয়া, ইহাকে আনন্দময় কোষ বলে। —শঙ্করাচার্য্য প্রণীত, বিবেকচূড়ামণিতে বিবৃত।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে। ৯।
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে। ১০।
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ। ১২।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৫ম অধ্যায়।

একটী কেশকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে যদ্যপি শতধা কল্পনা করা যায়, ঐ বিভক্ত অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম, জীবও সেইরূপ সূক্ষ্ম। তথাপি ইহা অনন্তকালস্থায়ী। ৯।

জীব—স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসক নহে। উহা যখন যে শরীরকে আশ্রয় করে, তখন সেই শরীর দ্বারা রক্ষিত হয়।

ব্যাখ্যা—জীব শরীর ধারণ করিলে, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম, ইত্যাকার জ্ঞান তাহার জন্মিয়া থাকে। ১০।

জীব তাহার নিজগুণে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, স্থূল, সূক্ষ্ম আদি নানা দেহধারণ করে। সেই জীব উত্তম আচরণ দ্বারা উৎকৃষ্ট দেহ পায়, এবং মন্দ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিকৃষ্ট দেহ লাভ করে। আত্মাও শারীরগুণের জন্য ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান হয়েন। ১২।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ। ৩।

কঠোপনিষৎ, তৃতীয় বল্লী।

জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ, কি না অশ্ব-পরিচালন-রজ্জু বিবেচনা কর।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। ৪। ঐ

ইন্দ্রিয়গণকে (১) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পঞ্চ বিষয়কে (২) এই অশ্ব কয়েকটীর পথস্বরূপ বলিয়া অবগত হও। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া যে ফল অর্জ্জন করে, জীব তাহা ভোগ করে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ। ৫। ঐ
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ। ৬। ঐ

যেমন অশিক্ষিত সারথি, অশ্বরজ্জু আয়ত্ত করিতে না পারাতে, অশ্ব বিপথগামী হয়, সেই প্রকার, অবিবেক-ব্যক্তি মনকে বশীভূত করিতে না পারাতে, তাহা দুষ্টাশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কুপথে গমন করে। ৫।

সুশিক্ষিত সারথি যেমন অশ্বকে বশে রাখাতে তাহা বিপথগামী হয় না, সেই রূপ জ্ঞানীব্যক্তি মনকে বশে রাখাতে, তাহা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কুপথে পরিচালিত হয় না। ৬।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ
সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং
নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে।
এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ
পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি
ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং
প্রোচ্যতে স এষোহ কলোঽমৃতো ভবতি। ৫।

প্রশ্নোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ প্রশ্ন।

যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র অভিমুখে যাইতে যাইতে সমুদ্রে নিপতিত হইলে তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, সমুদায়কে সমুদ্রই বলা যায়, সেইরূপ এই ষোল (৩) কলা বিশিষ্ট জীব, পরমাত্মার দিকে প্রধাবিত হইয়া যখন

(১) চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক।

(২) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ।

(৩) ষোল কলা। পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়,—হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, এবং অহঙ্কার।

তাঁহাকে পাইয়া তাঁহাতে বিলীন হয়, তখন আর জীবের নাম ও রূপ থাকে না, কলারহিত অমর পুরুষ বিদ্যমান থাকেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। ৮।

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

যেমন নদী সকল বহিয়া যাইতে যাইতে সমুদ্রে গিয়া পড়িলে তাহার সহিত মিলিত হয়, এবং তখন আর তাহাদের নাম ও রূপ থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরাৎপর পরম পুরুষকে পাইলে, তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যান, এবং তাঁহাদের, নাম রূপাদি কোন ভেদ চিহ্ন থাকে না।

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥ ১২॥

মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়।

যিনি এই শরীরকে কার্য্যে নিয়োগ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (অন্তর্যামী পুরুষ) এবং যিনি কর্ম্ম করেন তাঁহাকে পণ্ডিতগণ ভূতাত্মা বা দেহী বলেন।

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥ ১৩॥

ঐ ঐ।

ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা) ব্যতীত, জীবাত্মা নামে একটী স্বতন্ত্র আত্মা সকল দেহের সহিত উৎপন্ন হয়েন, তিনি জন্মে জন্মে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন।

এষ হিদ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা
মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।
স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৯॥

প্রশ্নোপনিষৎ, চতুর্থ প্রশ্নঃ।

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষই (জীবাত্মা) দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, আঘ্রাণ করেন, রস গ্রহণ করেন, মনন করেন এবং, ইনিই বোদ্ধা এবং কর্ত্তা। ইনি অক্ষর (অবিনাশী) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানংমতং মম॥ ২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩শ অধ্যায়।

হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! তুমি আমাকেই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। আমার মতে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। (পরমেশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অন্তর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ যে জীবাত্মা তিনি তাহার ও ক্ষেত্রজ্ঞ)।

এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা
সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা
এষ মে আত্মান্ত হৃর্দয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা
জ্যায়ানন্ত রীক্ষা জ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥৩॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৩য় প্রপাঠক, ১৪শ খণ্ড।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আত্মা আমার হৃদয়-পদ্মে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ব্রীহি (ধান্য) যব; সর্ষপ, শ্যামাক (ধান্য বিশেষ) কিম্বা শ্যামাকতণ্ডুল হইতেও সূক্ষ্ম। অথচ সেই হৃৎপদ্ম মধ্যগত আত্মা, পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং অনন্ত বিশ্ব হইতেও মহৎ।

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্য
স্তদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮ম প্রপাঠক, ১ম খণ্ড।

এই শরীররূপী ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র ও পুণ্ডরীক সদৃশ ভবন বিদ্যমান আছে। এই গৃহ মধ্যে যে অল্প পরিমাণ আকাশ আছে, সেই আকাশরূপী, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ব্রহ্মের অন্বেষণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে সেই ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত।

শিষ্যগণ কহিলেন যে, যদ্যপি ব্রহ্মপুরে সকলই প্রতিষ্ঠিত রহিবে, তাহা হইলে, দেহ নাশের পর কি অবশিষ্ট থাকিবে?

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য
হন্তত এতৎসত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ
সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো
বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্য সঙ্কল্পঃ। + +। ৫ অংশ। ঐ ঐ ঐ।

আচার্য্য বলিতেছেন, কোন রূপেও দেহ জীর্ণ হইলে সেই জরা দ্বারা অন্তরাকাশাখ্য আত্মার জীর্ণতা হইতে পারে না, এবং শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা দেহ নাশ

হইলেও তাঁহার বিনাশ হইতে পারে না। যাহা ব্রহ্মরূপ পুর তাহাই সত্য, এবং ব্রহ্মপুরেই, অর্থাৎ আত্মাতে, সর্ব্ব কাম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই আত্মাই অপহতপাপ্মা (পাপ বর্জ্জিত) তিনি জরা মৃত্যু ও শোকের বহির্ভূত, আর তাঁহার ভোজনে ইচ্ছা কিম্বা পিপাসাও নাই। তিনি আবার সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প, তাঁহার কামনা সত্য, তাঁহার কল্পনাও সত্য, তাহা কখন বিফল হয় না।

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা
মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন
চক্ষুষা সন্ সৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে॥ ৫॥

ঐ ঐ ঐ, ১২শ খণ্ড।

আর যিনি এইরূপ জানেন যে, আমিই মনন করিতেছি, তিনিই আত্মা। মনই আত্মার দৈব-চক্ষু। মন দ্বারাই আত্মা সকল দর্শন করেন। সেই আত্মা মুক্ত, তিনি সর্ব্বাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, মন দ্বারা সকল কামনা ভোগ করত রমণ করেন। শাঙ্কর ভাষ্য—সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যপ্রততেন দর্শনেন পশ্যন্ রমতে। অর্থাৎ, যেমন সূর্য্য, নিত্য সমস্ত প্রকাশ করেন, সেইরূপ আত্মা, মনোরূপ চক্ষু দ্বারা সমুদায় দর্শন করত ক্রীড়া করেন।

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বা, পূর্ব্বো হ জাতঃ
স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাং স্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ। ১৬।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়।

সেই পরম দেবতা পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক এবং অগ্নি প্রভৃতি বিদিক্স্বরূপ। তিনি সকলের আদি আবার তিনি শিশুরূপে গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি জন্মিয়াছেন এবং জন্মিবেন। আবার তিনিই সর্ব্বতোমুখ হইয়া সর্ব্ব জীবের পশ্চাতে অবস্থিতি করিতেছেন।

গুণান্বয়ো যঃ ফল কর্ম্মকর্ত্তা,
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপ স্ত্রিগুণ স্ত্রিবর্ত্মা,
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্ম ভিঃ। ৭। ঐ, ৫ম অধ্যায়।

পঞ্চ (১) প্রাণের অধিপতি জীব, নানা কর্ম্ম করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ

---

(১) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান। এই কয়েকটী শরীরস্থ বায়ু, ইহাদিগকে পঞ্চপ্রাণ কহে।

করে। তাহাতে সত্ব, রজঃ, ও তমঃ (২) এই তিনটী গুণ বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞান তাহার এই তিনটী পথ।

ব্যাখ্যা। উক্ত গুণ-ত্রয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীব, কখন ধর্ম্মপথে, কখন অধর্ম্ম পথে এবং কখন বা জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ, সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব, আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ। ৮। ঐ ঐ।

যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র রবিতুল্য জীব সঙ্কল্প ও অহঙ্কার এবং বুদ্ধি ও শারীরিক গুণ বিশিষ্ট, তিনি সূচ্যগ্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হয়েন।

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাগতসংপ্লবঃ। ২৫।

ভগবতীগীতা, ২য় অধ্যায়।

পূর্ব্বজন্মের অভিলষিত বাসনার সহিত জীবাত্মা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে সৃষ্টি কাল হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত জীবাত্মা দেহ আশ্রয় করিয়া বার বার সংসারে যাতায়াত করে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি। ৭।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫শ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিতেছেন, এই জীবলোকে আমারই অংশ চিরকাল জীবরূপে পরিচিত। এবং প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে, ভোগের নিমিত্ত, এই জীবই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে আকর্ষণ করে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ। ৮। ঐ ঐ।

যেমন বায়ু কুসুম আদি হইতে গন্ধ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রকার জীবাত্মা যখন শরীর ত্যাগ ও নূতন শরীর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সকল লইয়া গমন করে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তংতমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। ৬। ঐ, অষ্টম অধ্যায়।

---

(২) ক—সত্ব—যে গুণ মনোমধ্যে জ্ঞান-সম্ভূত, ন্যায়, দয়া, সত্য ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্ভাব সকল উদ্ভূত করে। খ—রজঃ যে গুণ রাগ দ্বেষাদি উৎপন্ন করে। গ—তমঃ যে গুণ অজ্ঞান প্রসূত মোহ উৎপাদন করে। বচনঃ—"সত্বং জ্ঞানং, তমোঽজ্ঞানং, রাগ দ্বেষৌ রজঃস্মৃত ম্"।

হে কুন্তীনন্দন! লোকে যে যে ভাব বা পদার্থ স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই সেই ভাব বা পদার্থ প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে উপনিষদের অভিপ্রায় এই :—

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি। ১০।

প্রশ্নোপনিষৎ, তৃতীয় প্রশ্ন।

মরণকালে চিত্ত যেরূপ থাকে, সেই চিত্ত দ্বারা জীব মুখ্য প্রাণেতে অবস্থান করেন, প্রাণ তেজের সহিত অর্থাৎ উদান বৃত্তির সহিত সংযুক্ত হয়। সেই উদান সংযুক্ত প্রাণ ইঁহাকে (জীবকে) যথা সঙ্কল্পিত লোকেতে লইয়া যায়।

ব্যাখ্যা। উদানবৃত্তি, অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করে।

স্মৃতিতেও এই অভিপ্রায়টী পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্।

মরণের পূর্ব্বে দেহিগণ, স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়প্রযুক্ত যাহা চিন্তা করে, দেহ-ত্যাগের পর তাহারা সেই চিন্তার স্বরূপত্ব লাভ করে।

ব্যাখ্যা। মৃত্যুকালে, পশু চিন্তনে, পশুভাবও লোকে পাইয়া থাকে। মহারাজ ভরত হরিণীশাবক প্রতিপালন করিয়া তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করাতে, তাঁহার পরজন্মে তিনি হরিণ-দেহ পাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, যাহাতে মরণ সময়ে, অন্তরে সদ্ভাবের উদয় হয় তৎপক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এবং আত্মীয়-স্বজনেরও উচিত যে মুমূর্ষু ব্যক্তির মনকে ভগবচ্চিন্তার দিকে লইয়া যান।

জীব বাসনা লইয়া নূতন দেহ গ্রহণ করিলে তাহার কি প্রকার গতি হয় তৎসম্বন্ধে বেদ বচন এই :—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি।
সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি।
পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। ৫।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

জীব যেরূপ কর্ম্ম ও আচরণ করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যে সাধুকর্ম্ম করে, সে সাধু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, আর যে পাপকর্ম্ম করে সে পাপী হয়।

পুণ্য কার্য্যের ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপকর্ম্মের ফলে আত্মার অধোগতি হয়।

তদ্ যথা তৃণজলোকা তৃণস্যান্তং
গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপ
সংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং বিহত্যাঽবিদ্যাং।
গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি। ৩।
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

যেমন জোঁক একটী তৃণের শেষ ভাগে গিয়া আর একটী তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের অবয়ব সকল সুমুখে সমানিত করে, সেই প্রকার জীবাত্মা তাহার বর্ত্তমান দেহকে পরিত্যাগ করিয়া সঞ্চিত বাসনা দ্বারা অন্য শরীর গ্রহণ করতঃ তাহাতে আত্মভাব স্থাপন করে।

তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়া
ন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপন্তনুতএবমেবায়মাত্মেদং
শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং
কল্যাণতরং রূপং কুরুতে। ৪। অংশ ঐ ঐ।

যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণের অংশ সকল গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা অভিনব সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ভূত সকলের দ্বারা নবতর ও কল্যাণতর আকৃতি-বিশিষ্ট দেহ নির্ম্মাণ করেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২।
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২য় অধ্যায়।

যেমন লোকে জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ, শরীরী অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩। ঐ।

এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে দাহ করিতে পারে না, জল ইহাঁকে গলাইতে সমর্থ নহে এবং পবন ও ইহাঁকে শোষণ করিতে পারে না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ২৮। ঐ।

হে ভরত বংশোদ্ভব! ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত, মধ্য অর্থাৎ স্থিতি অবস্থাই ব্যক্ত, সুতরাং তাহাদের জন্য অনুশোচনা কেন?

ব্যাখ্যাঃ—জন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে জীবগণ অপ্রকাশ ভাবে ছিল, আবার মৃত্যুর পর উহারা অব্যক্তে প্রবেশ করিবে, কেবল জীবদ্দশাতেই তাহারা ব্যক্ত ভাব লাভ করিয়াছে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। ৫৫। ঐ।

যখন পুরুষ তাঁহার মনের কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হয়েন তখনই তিনি "স্থিত-প্রজ্ঞ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী নামে অভিহিত হয়েন।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে। ৫৬। ঐ।

যাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি বিষয়-সুখে স্পৃহাশূন্য এবং যাঁহার রাগ (অনুরাগ) ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি মুনি নামে অভিহিত।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮। ঐ।

যেমন কূর্ম্ম নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনায়াসে সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেই প্রকারে যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০। ঐ।

হে কৌন্তেয়! চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ সতর্ক বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক বিকার যুক্ত করে।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ২য় অধ্যায়।

এই জন্য যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তিনিই প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে। ৬২।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ৬৩। ঐ।

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয় (৬২) ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতির লোপ হয়, স্মৃতি ক্ষয়ে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যৎপ্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ৭০।
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ৭১।
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থনৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি। ৭২। ঐ।

যেমন সমুদ্র নানা নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ থাকিলেও তাহাতে অন্য জলধারা পতিত হইলে, সে তাহার গাম্ভীর্য্য ও স্থির ভাব পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকার সংসার মধ্যে অবস্থিত সাধকের মনে বিষয় ব্যাপার প্রবেশ করিলে তিনি বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। (৭০) যে ব্যক্তির প্রাপ্ত বিষয়ে আগ্রহ লক্ষিত হয় না এবং যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা শূন্য। যাঁহারা সংসারে মমতা নাই এবং যিনি নিরহঙ্কার, তাঁহারই শান্তি লাভ হইয়া থাকে। (৭১) হে পার্থ! ইহাকেই বলে ব্রহ্মে স্থিতি এ অবস্থায় উপনীত হইলে, সংসারমায়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না। অন্তিম সময়ে, ক্ষণকালের জন্য ও এ ভাব লাভ হইলে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। ৭২। ঐ ঐ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। ৫।

শ্রীমদভগবদ্গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মার সাহায্যেই আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। আত্মাকে অবসন্ন করা উচিত নহে। যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। ৬। ঐ।

যে আত্মা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। অজিতেন্দ্রিয় আত্মা আত্মার শত্রু।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ। ৭। ঐ।

যে আত্মা শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে, এবং মান ও অপমানে বিকারশূন্য, সেই জিতাত্মাই প্রশান্ত এবং পরমাত্মায় সমাহিত।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। ২৯॥
যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৩০॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ৩১॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। ৩২। ঐ॥

যোগযুক্ত আত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন। তিনি আপনার আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনার আত্মাতে দর্শন করেন। (২৯) যিনি সর্ব্বস্থানে আমাকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করেন এবং আমাতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পান, আমি তাঁহার দৃষ্টি হইতে বহির্ভূত হইনা এবং তিনিও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না। (৩০) যে যোগী সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) তাঁহার আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অনুভব করেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন। (৩১) হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টান্তে, সুখ ও দুঃখ সর্ব্বত্র সমভাবে দেখেন সেই ব্যক্তিই পরম যোগী। (৩২) ব্যাখ্যা। সমদর্শী ব্যক্তি বিবেচনা করেন যে, কি বৈষয়িক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইলে তিনি যেমন সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আবার কোন বৈষয়িক বা পারমার্থিক ব্যাপারে অমঙ্গল ঘটিলে, সেই সমদর্শী-ব্যক্তি যেমন নিজে দুঃখ অনুভব করেন, অপরে সেই অবস্থাপন্ন হইলে, সেই প্রকার দুঃখ বোধ করেন। নিজের এবং অপরের এবম্প্রকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে অপরের সুখে আনন্দিত এবং অপরের দুঃখে বিষাদিত হয়েন।

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং
কিঞ্চন বেদ নান্তরং এবমেবায়ং পুরুষঃ
প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং
কিঞ্চন বেদনান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্ত—
কামমাত্মকামম কামংরূপং শোকান্তরম্। ২১।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪র্থ অধ্যায়।

যেমন কোন পুরুষের তাহার প্রিয় স্ত্রীর সহিত সমালিঙ্গিত হইলে বাহিরে কিম্বা ভিতরে আমি সুখী কিম্বা আমি দুঃখী এ জ্ঞান থাকে না, কিন্তু প্রিয়তমা সহ বিযুক্ত হইলে বাহ্যাভ্যন্তরের অবস্থা সমুদায়ই জানিতে পারে, সেইরূপ জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিষক্ত, কিনা এক ভাবাপন্ন হইয়া বাহ্য বিষয়ে ইহা অমুক উহা অমুক, এবং আন্তরিক বিষয়ে আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারে না। এইরূপ আত্ম-কাম পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মাই যাঁহার কাম্য (প্রার্থনীয়), শোকশূন্য হয়েন।

পরমাত্মার ভাবে বিভোর হইলে জীবাত্মার কীদৃশ অবস্থা হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

অথ পিতাঽপিতা ভবতি, মাতাঽমাতা,
লোকাঽলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদাঃ। ২২ অংশ ঐ ঐ॥

তখন পিতা ও অপিতা হন, মাতা ও অমাতা হন, লোক সকলও আর লোক থাকে না, দেবতাগণ ও আরাধ্য থাকেন না এবং বেদসকলও অবেদ হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মের জন্যই পার্থিব সম্বন্ধাদি এবং দেবপূজা ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সমাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং জীবাত্মার উল্লিখিত অবস্থাতে এ সমস্ত কিছুই থাকে না।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলিয়াছিলেন :—

জীবন্মুক্ত-পদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনস্পন্দতামিব। ৭৪॥

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় মুক্তিকোপনিষৎ।

দেহ কালের অধীন, বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, অতএব জীবন্মুক্তপদ (১) পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ (২) মুক্তির পথে প্রবেশ কর।

নানাবিধগুণোপেতঃ সর্ব্বব্যাপার-কারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মানি ভুনক্তি বিবিধানি চ। ৪০॥
শিবসংহিতা, ২য় পটল।

কর্ম্ম শৃঙ্খলায় বন্ধন বশতঃ এই জীব নানাবিধ গুণযুক্ত হইয়া নিখিল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পাপপুণ্য অনুসারে বহুবিধ সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

বিষয়াসক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বচোভিরুদ্ধ-নির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি। ৫৬॥
কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং সমং তত্ত্বং প্রকাশতে। ৫৮। ঐ॥

যে সকল পুরুষ বিষয়াসক্ত ও বৈষয়িক সুখে একান্ত ইচ্ছুক, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা বশতঃ ফলশ্রুতি দ্বারা রুদ্ধ নির্ব্বাণ হইয়া, অর্থাৎ, মোক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপাত্মক ক্রিয়াতেই লিপ্ত থাকেন। ৫৬। তাঁহাদের জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই, কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি সকল বিনষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, কোন রূপেই তাহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ যৎকালে সকল তত্ত্বের অভাব হয়, তখনই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মন এব হি সংসরো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে।
আত্মা মনঃ সমানত্বমেতন্ন গতবন্ধভাক্। ২১।
যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোঽলক্তকাদিসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতা ভাস্তি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনম্। ২২।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনঃঃ সংসৃতির্বলাৎ।
আত্মা স্বলিঙ্গন্তু মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্। ২৩।
কামান্ জুষন্ গুণৈর্বদ্ধঃ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ।
আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্ট্বা ততঃ কর্ম্মাণ্যনেকধা। ২৪॥

---

(১) জীবন্মুক্তি, বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, জীবদ্দশাতেই পরমাত্মায় সতত অবস্থিতি।

(২) নির্ব্বাণ, বিদেহমুক্তি।

শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গতয়স্তৎ সমাগমঃ।
এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্। ২৫।
সর্ব্বোপসংহৃতৌ জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অনাদ্যবিদ্যাবশগস্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ। ২৬।
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ।
জায়তে পুনরপ্যেবং স্পটীযন্ত্রমিবাবশঃ। ২৭।
যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্।
মদভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ। ২৮।
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ।
ততঃ স্বরূপি বিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে। ২৯।
তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্ষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্। ৩০।
স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দাত্মানমদ্বয়ম্।
জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেম্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্। ৩১॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

শ্রীরামচন্দ্রের তারার প্রতি। হে শুভে! অন্তঃকরণই সংসারের কারণ, অন্তঃকরণই বন্ধের হেতু। জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তঃকরণ ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ২১।

যেমন স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও, অলক্তাদির সান্নিধ্যে সেই সেই বর্ণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু, সে বর্ণ তাহার বাস্তবিক নহে, সেই-রূপ বিশুদ্ধ আত্মা, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সন্নিহিত হওয়াতে, লোকে জোর করিয়া তাঁহাকে সংসারী মনে করে। ২২।২৩। আত্মা নিজের অনুমাপক অন্তঃকরণ সম্বন্ধ বশতঃ অধিবেকী হইয়া অন্তঃকরণ জন্য বিষয়াদি ভোগ করতঃ অন্তঃকরণ গুণে আবদ্ধ হওয়াতে অবশ ভাবে সংসারবদ্ধ হইয়া থাকেন। আদৌ জীবাত্মা, রাগ দ্বেষআদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ লাভ করিয়া সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বিবিধ কর্ম্ম করেন, তদনুসারে উত্তম মধ্যম ও অধম গতি লাভ হয়। জীব খণ্ডপ্রলয় পর্য্যন্ত এই রূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ডপ্রলয় সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া অনাদি অবিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে, পূর্ব্ব বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হয়েন। বার বার জীবাত্মা এই রূপে অবশভাবে কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। যে সময় জীব

পূর্ব্ব কৃত পুণ্যবলে মদ্‌ভক্ত শান্তপ্রকৃতি সাধুজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালে আমাতে ভক্তি এবং আমার লীলা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন। অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনায়াসে স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, তখন গুরুর প্রসাদে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ জ্ঞান হওয়ায় নিদিধ্যাসন বলে ক্রমে, ক্ষণ মধ্যে আত্মাকে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন সত্য আনন্দময় জ্ঞান করিয়া সদ্যই মুক্তি লাভ করেন। আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য।

আত্মাতি নির্ম্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোঽব্যয়ঃ। ৪৮ অংশ।
স্বাজ্ঞান বশতো বন্ধং প্রতিপদ্য বিমুহ্যতি।
তস্মাৎ ত্বং শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর। ৪৯।

অধ্যাত্মরামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

রাবণ দূত শুকের, রাবণের প্রতি—আত্মা অতি নির্ম্মল, শুদ্ধ, বিজ্ঞানময়, অচল এবং অব্যয়। ৪৮ অংশ। আত্মা আপনার স্বরূপ জ্ঞানে বঞ্চিত হওাতেই বন্ধন গ্রস্ত হইয়া বিমূঢ় হইতেছে। অতএব তুমি আত্মাকে শুদ্ধ ভাবাপন্ন জানিয়া অনবরত তাহাই ধ্যান কর। ৪৯।

ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেনঃ—

জন্মযৌবন বার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ। ১৩১।
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে। ১৩২।
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্‌গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ। ১৩৩
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে। ১৩৪।
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ। ১৩৯।
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরংমোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। ১৩৫॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, চতুর্দ্দশ উল্লাসঃ।

জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেহেরই হইয়া থাকে, আত্মার হয় না। যাহাদের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আবৃত তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। (১৩১) যেমন বহু শরাবস্থ জলে বহু সূর্য্য দেখা যায়, তাহার ন্যায় মায়াপ্রভাবে বহু শরীরে, আত্মা বহুভাবে লক্ষিত হয়। (১৩২) যেমন জল চঞ্চল হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান ব্যক্তিরা বুদ্ধির চাঞ্চল্যে আত্মাতেই তাহা দেখিতে পায়। (১৩৩) যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত থাকে, সেই মত দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজমান থাকে (১৩৪) চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, যিনি এই তত্ত্ব জানিয়াছেন তিনিই আত্মবিৎ (১৩৯) হে দেবি! আত্মজ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন। যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহ লোকে সত্য সত্যই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন (১৩৫)।

মহর্ষি সনৎকুমারের পৃথুরাজার প্রতি উক্তিঃ—

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ। ৩০।
ভ্রশ্যত্যনুস্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে।
তদ্রোধংকবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ। ৩১।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। ২৮। ২৯॥
শ্রীমদভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ২২শ অধ্যায়।

যাহারা বিষয় চিন্তা করে তাহাদের ইন্দ্রিয় সে বিষয় কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। পরে সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয় মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া তোলে। যেমন তীরস্থ কুশাদি হ্রদাদি হইতে জল আকর্ষণ করে, সেইরূপ মন বিষয়াসক্ত হইলে বুদ্ধির বিচার সামর্থ্য হরণ করে। (৩০) চেতনা অপহৃত হইলে স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়, স্মৃতিনাশে জ্ঞান নষ্ট হয়। জ্ঞানভ্রংশকেই পণ্ডিতগণ আত্মা হইতে আত্ম বিনাশ বলিয়া থাকেন। ৩১।

দৈত্য বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তিঃ—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগহেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ। ১৯।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত। ১৪।

এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃপরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ। ২৯ ॥
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়।

আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, বিকার হীন, আত্মদর্শী, সকলের কারণ, অসঙ্গত এবং অনাবৃত (১৯) এই দ্বাদশ লক্ষণ দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহাদিতে মোহ উদ্‌ভূত, "আমি আমার," ইত্যাদির মিথ্যা ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (২০)

পরমাত্মাকে ব্রহ্মার স্তবঃ—

অজস্য চক্রং ত্বজয়েৰ্য্যমাণং, মনোময়ং পঞ্চদশা রমাস্ত।
ত্রিনাভিবিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি, যদক্ষমাহুস্ত মৃতং প্রপদ্যে। ২৮।
ঐ, অষ্টম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়।

জীবের দেহ চক্র স্বরূপ। মায়া ইহাকে ঘুরাইতেছে। ইহা মনোময়, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ ইহার গৃহ। দেহের বেগ অতিক্রুত গুণ ঃতিনটী ইহার নাভি, ইহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, অষ্ট প্রকৃতি ইহার নেমি কিনা চক্রের প্রান্ত ভাগের উপর,যিনি এই চক্রের অক্ষ (অধিষ্ঠান), আমরা সেই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই।

অক্রূরের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উক্তি ঃ—

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্। ২১।
অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ। ২২।
পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতং।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণারায়ঃ সুতাদয়ঃ। ২৩।
শ্রীমদভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৪৯ অধ্যায়।

জীব একাকী উৎপন্ন হয় ও একাকী লয় পায়, এবং একাকীই সুকৃত ও দুষ্কৃত ভোগ করে। (২১) আর, অপরে "আমরা পোষ্য বর্গ" এইরূপ বলিয়া, মৎস্যের জীবন স্বরূপ জলের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির প্রাণসম অধর্ম্ম সঞ্চিত ধন হরণ করে। (২২) আবার, যে মূঢ় আপন বোধে নিজ প্রাণ ও পুত্র কলত্রাদিকে

স্বধর্ম্ম করিয়া পোষণ করে, ভোগ চরিতার্থ না হইতেই তাহারা সেই পোষণকারীকে পরিত্যাগ করে।

উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশঃ—

য এব সংসার-তরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্প ফলে প্রসূতে ॥২১ অংশ।
দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসঃ প্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড় স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোহর্কং প্রবিষ্টঃ। ২২ ॥
অদন্তিচৈকং ফলমস্যগৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্ম্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্। ২৩।
ঐ, একাদশ স্কন্ধ, ১২ শ অধ্যায়।

এই যে পুরাণ কর্ম্মাত্মক সংসার তরু ইহা ভোগ ও মুক্তি রূপ দুইটী পুষ্প ফল প্রসব করে। (২১ অংশ) পুণ্য ও পাপ ইহার দুইটী বীজ, অপরিমিত বাসনা ইহার মূল, ত্রিগুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, ইহার ফল, শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চরসে পূর্ণ, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী ইহাতে বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহার তিনখানি বাকল, সুখ ও দুঃখ ইহার দুইটী পক্বফল। এই বৃক্ষ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। (২২) দুঃখ রূপ ফলটি গ্রামবাসি-পক্ষী অর্থাৎ সংসার লোলুপ ব্যক্তি ভক্ষণ করে, এবং বনবাসী পক্ষী, অর্থাৎ যোগী পুরুষ সুখরূপ ফলটি উপভোগ করে। যিনি সেই এক হংসকে, মায়াময় বলিয়া বহুরূপে জানেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্ববেত্তা। ২৩ অংশ।

ব্রহ্ম-জ্ঞান।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো, বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্, দেব একঃ। ঋগ্বেদ
১০।৮১।৩ এবং
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩য় অধ্যায়। ৩।

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু এবং সর্ব্বত্র তাঁহার পদ রহিয়াছে। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য শরীরে বাহু এবং পক্ষাদিতে পক্ষ সংযোগ করেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।১৬।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ। ১৭।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়।

সর্ব্বত্র ঈশ্বরের হস্ত ও পদ আছে, সকল স্থানেই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ রহিয়াছে, সকল লোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান আছে। তিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া আছেন। (১৬) তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিনি সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। (১৭ অংশ)

ব্যাখ্যা। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য চলিতেছে। তাঁহার কর্ণ নাই, তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার কর নাই তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই, তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি দর্শন করেন। আবার তিনি জীবগণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দিয়া তাহাদের সমক্ষে নানা সুখের ও জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের আশ্রয়। তিনি ভিন্ন প্রধান পুরুষ আর কেহ নাই। ১৭ শেষ,

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎসর্ব্বগতঃ শিবঃ। ১১। ঐ।

বিশ্বের সমস্ত পদার্থই সেই পরমাত্মার মুখ, মস্তক ও গ্রীবা-স্বরূপ। তিনি

সকল জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত এবং মঙ্গল-স্বরূপ।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ১১।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ষষ্ঠ অধ্যায়।

সেই অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বভূতে বসতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী, জীবের চৈতন্য-দাতা এবং নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত।

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তর দিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্॥ অথাধ্যাত্মম্। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধি বিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাংক্তে নৈব পাঙ্‌ক্তংস্পৃণোতীতি। ১। সর্ব্বমেকঞ্চ। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ প্রথমা-বল্লী, ৭ম অনুবাক্)

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক ও অবান্তর দিক্ (কোণ) এই পঞ্চলোক, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পঞ্চ দেবতা, জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ ও আত্মা, এই পঞ্চভূতাত্মা, এই সমুদায়ই ব্রহ্মময়। আবার, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবায়ু; চক্ষু, কর্ণ, মনঃ বাক্য ও ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু (যে নাড়ী বায়ু বাহন করে) অস্থি ও মজ্জা, এই পঞ্চ ধাতু; এই সমুদায়ই ব্রহ্মের স্বরূপ। বেদবিৎ ঋষিগণ প্রথমোক্ত বাহ্য পঞ্চাঙ্গত্রয় এবং শেষোক্ত আন্তরিক পঞ্চাঙ্গত্রয়কে ব্রহ্মরূপে স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। যিনি এই সমুদায়ের তত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত এক ভাবাপন্ন হয়েন।

নতস্য কশ্চিৎ পতিরস্তিলোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাঽস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। ৯।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই জগতে তাঁহার কেহ পতি বা নিয়ন্তা নাই। তাঁহার প্রতিমা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা তাঁহাকে অনুমান্ করা যায় তাঁহার এমন কোন চিহ্ন নাই। তিনি

সকলের কারণ, দেবতাদিগেরও তিনি অধিপতি। তাঁহার জনক বা অধীশ্বর কেহ নাই।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্। ৭। ঐ ঐ।

যিনি সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পতি, সেই পরাৎপর স্বপ্রকাশ বিশ্বাধিপকে সকলের পূজনীয় বলিয়া জ্ঞাত হই।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। ৮। ঐ ঐ।

সেই পরমাত্মার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার তুল্য কিম্বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক শক্তি-বিশিষ্ট নয়ন-গোচর হয় না। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ কার্য্য সকলের বিষয় শোনা গিয়া থাকে এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ১৪।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ষষ্ঠ অধ্যায়, মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড ১০ শ্লোক এবং কঠোপনিষৎ ৫ম বল্লী ১৫ শ্লোক)

সূর্য্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র তারা ও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই বিদ্যুৎ ও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ-ব্রহ্মেতি।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ভৃগুবল্লীর ১ম অনুবাকের বা ৩য় অংশ)

যাঁহা হইতে এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা কর। তিনি ব্রহ্ম ইতি।

আরুণি ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ—

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হো বাচ ।৩।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ষষ্ঠ প্রপাঠক ১২শ খণ্ড)

হে সৌম্য ! (মদুক্ত) আমার এই বাক্যে শ্রদ্ধার্পণ কর। পূর্ব্বে যে সৎ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে সেই সদ্‌বস্তুই জগতের আত্মা, তদ্ভিন্ন জগতের আত্মা আর নাই। হে শ্বেতকেতো ! সেই সত্য আত্মাই তুমি। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় ! এই উপদেশটি উপমাদ্বারা বুঝাইয়া দিন্। আরুণি বলিলেন, হে সৌম্য ! বলিতেছি।

লবণমেতদুদকেঽবধায়ার্থ মা প্রাতরু
পসীদথা ইতি সহ তথা চকার তং
হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবধা অঙ্গ
তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্যন বিবেদ যথা
বিলীনমেবাঙ্গ। ১।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ঐ (১৩শঃ খণ্ডঃ)

হে সৌম্য ! এক খণ্ড লবণ কোন পাত্রস্থিত জলে নিক্ষেপ করিয়া রাখ এবং পরদিন প্রাতঃকালে আমার কাছে আইস। শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। তখন আরুণি বলিলেন, গতকল্য যে লবণ খণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর। শ্বেতকেতু জলে অনুসন্ধান করিয়া তাহা পাইলেন না। আরুণি বলিলেন, লবণ খণ্ড জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা পাইলে না। কিন্তু, তাহা জলেতেই আছে।

অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি
মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদা
চামেতি কথমিতি লবণমিত্যভি প্রাশ্যৈন
দথমোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার

তচ্ছশ্বৎসংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্রবাব কিল
সৎসোম্যন নিভালয় সেহ ত্রৈব কিলেতি।
ঐ ঐ ঐ।২।

আরুণি বলিলেন হে বৎস! এই পাত্রস্থিত জলের উপরিভাগ আস্বাদন করিয়া দেখ। শ্বেতকেতু আস্বাদন করিয়া বলিলেন, ইহা লবণাক্ত। আরুণি বলিলেন মধ্য ভাগ আস্বাদন করিয়া দেখ। শ্বেতকেতু আস্বাদন করিয়া বলিলেন, ইহাও লবণাক্ত। আরুণি পুনরায় বলিলেন, নিম্ন ভাগ আস্বাদন করিয়া দেখ। শ্বেতকেতু বলিলেন, ইহাও লবণাক্ত। তখন আরুণি শ্বেতকেতুকে, জল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! এই জলে লবণ বিদ্যমান আছে। আর যেমন জলে লবণ থাকিলেও তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না, সেইরূপ বিশ্বের কারণ সৎস্বরূপও এই অন্ন জলাদিময় দেহে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথা তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।৮। (শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় বাজসনের সংহিতোপনিষৎ) বা ঈশোপনিষৎ।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, নিরবয়ব অক্ষত, শিরা বিহীন, নির্ম্মল, পাপবর্জ্জিত, সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বোপরি অবস্থিত। তিনি স্বয়ম্ভু। তিনিই সকল সময়ে প্রজা ও প্রজাপতিদের আবশ্যকীয় বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ
শ্রোত্রং ক-উ দেবো যুনক্তি।১।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কাহার প্রবর্ত্তনায় মনঃ তাহার কার্য্য সমাধা করে, কাহার প্রেরণায় প্রাণ তাহার কার্য্য সাধনে তৎপর হয়, কাহার আজ্ঞায় বাক্য মুখ হইতে নির্গত হয়, এবং চক্ষু ও কর্ণ কোন্ দেবতার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করে।

(সামবেদীয়—তলবকার বা কেন উপনিষৎ, ১ম খণ্ড)

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোয়দ্বাচোঽবাচং

স উ প্রাণস্য প্রাণ চক্ষুষ শ্চক্ষুরতিমুচ্য
ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি। ২।
ঐ ঐ ঐ ঐ।

প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বলিলেন :—

যিনি চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু। ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এবম্প্রকারে জানিতে পারিলে, অমরত্ব লাভ করেন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো,
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনু শিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। * * ৩।
(ঐ ঐ)

সেই পরমাত্মাকে চক্ষু দেখিতে পায় না। বাক্য তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতে পারে না, এবং মন তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। সুতরাং আমরা তাঁহার বিষয় কিছুই জানিনা। এবং তাঁহার সম্বন্ধে শিষ্যকে কিরূপ উপদেশ দিতে হয় তাহাও অবগত নহি। বিদিত কিম্বা অবিদিত যে সকল পদার্থ আছে, তিনি সে সমুদায় হইতে পৃথক্।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৪।
ঐ ঐ

যাঁহাকে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কোন পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫।
ঐ ঐ

আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না, যিনি

মনের প্রত্যেক ভাব অবগত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কোন পদার্থের উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

যচ্ চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংসি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৬। ঐ ঐ।

যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহার ক্ষমতায় চক্ষু, পদার্থ সকল দেখিতে পায়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কোন পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৭। ঐঐ।

যাঁহাকে শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করা যায় না। কিন্তু, যাঁহার ক্ষমতায় কর্ণ আপন বিষয় গ্রহণ করে। তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কোন পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

গুরু শিষ্যকে বলিতেছেনঃ—

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেথ
ব্রহ্মণোরূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথনু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং। ৯। ঐ খণ্ড।

যদ্যপি তুমি এরূপ মনে করিয়া থাক যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্প মাত্র জানিয়াছ। আর যদ্যপি মনে কর যে দেবগণের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ জানিয়াছ, তাহা হইলে সে জ্ঞান ও সামান্য। তবে এই মাত্র বলা যায় যে তোমার এখন ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে অধিকার জন্মিয়াছে।

শিষ্য বলিতেছেনঃ—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ। ১০। ঐ ঐ।

আমি এরূপ মনে করি না যে ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, আর ব্রহ্মকে জানি না এমন ও নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে জানি না এমন ও নহে, জানি এমন ও নহে," যিনি এই প্রকার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

ব্যাখ্যা। মনুষ্য সৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁহার মঙ্গলভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিলেও, তাঁহার মহিমা সমগ্ররূপে বুঝিতে পারে না।

যস্যা মতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং। ১১।
ঐ ঐ।

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, তাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাঁহারা তাঁহাকে জানেন না। জ্ঞানিগণের বিশ্বাস যে ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানা যায় না, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে যে তাঁহাকে জানা যায়।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাঽস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্। ১৯।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়।

সেই পরম পুরুষের হস্ত নাই অথচ তিনি সকল বস্তু গ্রহণ করেন। তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি বিশ্বের সকল পদার্থই দেখেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই অথচ তিনি সকল শব্দই শ্রবণ করেন। তিনি বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারই জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। কেবল ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে প্রথম ও মহাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করেন।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং। ৪।

যখন ব্রহ্মকে সকল বোধের কর্ত্তা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখনই ব্রহ্ম আমাদের কাছে বিদিত হন।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, জীব অমর হয়, এবং তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ক্ষমতা জন্মে। অবশেষে সে মোক্ষ পদ লাভ করে।

বালাগ্রশতসহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগশঃ।
তস্য ভাগস্য ভাগার্দ্ধং তজ্‌জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্। ৬।
তেজোবিন্দূপনিষৎ।

একটী কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত করিলে, সেই সহস্রাংশের একাংশকে পুনর্ব্বার

অর্দ্ধাংশ করিয়া তাহার এক এক অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, এক একটী অংশ যে প্রকার সূক্ষ্ম হয়, সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মকে সেই প্রকার সূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম পদার্থ সকল প্রকার পরিমাণের অতীত, সুতরাং তিনি জীবগণের দুর্লক্ষ্য।

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃ শরীরে সৌম্য
স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি। ২।
প্রশ্নোপনিষৎ, ষষ্ঠ প্রশ্ন।

সুকেশার প্রশ্নের উত্তরে, পিপ্পলাদ ঋষি বলিলেন। হে সৌম্য! এই দেহের অভ্যন্তরে সেই ষোড়শ কলারূপ সনাতন পুরুষ বিরাজ করেন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্। ২০।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩য় অধ্যায়)

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে বিদ্যমান আছেন। সাধক তাঁহার প্রসাদে বিগত-শোক হয়েন, তিনি সেই কামনা-শূন্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমা দেখেন।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥
(ঐ ঐ চতুর্থ অধ্যায়)

তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র। তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্মা, এবং তিনিই প্রজাপতি।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানংবৃক্ষংপরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি। ৬।
এবং মণ্ডুকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ১ম শ্লোক।

পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, এই দুই সুন্দর পক্ষী, শরীর রূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহারা উভয়েই সখার ন্যায় সমান ভাবে থাকেন। তন্মধ্যে একটী, অর্থাৎ জীবাত্মা, পরমাত্ম-দত্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন, এবং পরমাত্মা নিরশন থাকিয়া, কেবল দর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা নিস্পৃহভাবে অবস্থিতি করেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ। ৭।
(ঐ ঐ ঐ) এবং মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ২য় শ্লোক।

জীব এই বৃক্ষে থাকিয়া, অর্থাৎ শরীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া দীনভাবাপন্ন হইয়া মুহ্যমান থাকে, এবং সর্ব্বদাই শোক করে। (কেন না, বিষয় সুখে নিমগ্ন থাকিলে, নানা প্রকার দুঃখ উদ্ভূত হয়) কিন্তু পরমেশের মহিমা দর্শন করিলে তাহার আর কোন শোক থাকে না।

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্যনাম মহদ্‌যশঃ। ১৯।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪র্থ অঃ।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র অলক্ষিত রূপে বিদ্যমান আছেন। কি ঊর্দ্ধে, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশে, তাঁহাকে কোথাও কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার কোন প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ (অর্থাৎ, তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাঁহার মহিমা বিশ্বময় দেদীপ্যমান আছে)।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ১৮।
(কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লী)

ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই, অথবা আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। সেই আত্মা জন্মরহিত এবং নিত্য, তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তিনি পুরাণ পুরুষ, কোন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে হনন করা যায় না।

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। ১২।
(ঐ ঐ)

সেই পুরাণ পুরুষ দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ তাঁহাকে সহজে দেখা যায় না, তিনি বিশ্বের সকল পদার্থে গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আত্মাতেও

থাকেন এবং অতি সঙ্কট স্থানেও অবস্থিতি করেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া এই হর্ষ শোক পূর্ণ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ১৫।

কঠোপনিষৎ ৩য় বল্লী।

পরমাত্মার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, তাঁহার ক্ষয় নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ও ধ্রুব। তিনি মহৎ হইতে মহৎ। তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে। ১২।

(ঐ ঐ ৪র্থ বল্লী)

যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের নিয়ন্তা। যে ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে এই ভাবে জানিতে পারেন, তাঁহার কাছে আর ব্রহ্ম গোপন ভাবে থাকেন না, অর্থাৎ সেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি পরমাত্মাকে তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে দেখিতে পান।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ১০

(ঐ ঐ ঐ)

যিনি শরীর ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, এবং যিনি বিশ্বেতে পরিব্যাপ্ত, তিনিই এই দেহে বিদ্যমান আছেন। যে ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে এই ভাবে দেখেন, তিনি সংসার যাতনা হইতে বিমুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে এ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। ৯।

(ঐ ঐ ৫ম বল্লী)

যে প্রকার অগ্নি ভুবন মধ্যে কাষ্ঠাদি নানা পদার্থে প্রবেশ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

অর্থাৎ দাহ্য বস্তু যেরূপ বর্ণ ও অবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকেও সেইরূপ রঙ ও আকার যুক্ত দেখা যায়, যেমন চারি কোণ বিশিষ্ট রক্ত বর্ণ কাষ্ঠ খণ্ড দগ্ধ করিবার সময়, অগ্নি ও সেই বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেই প্রকার পরমাত্মা নানা শরীরে নানারূপে প্রকাশ পান। তিনি পদার্থ সকলের বাহিরেও বিরাজ করেন।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১।

(কঠোপনিষৎ ঐ ঐ ঐ)

যেমন সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুঃ স্বরূপ হইয়া, মলিন পদার্থ সকলকে উজ্জ্বল করেন, কিন্তু এই সংযোগে তিনি কোন প্রকারে কলুষিত হয়েন না, সেইরূপ পরমাত্মা অসংখ্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিলেও তাহাদের দুঃখ ও মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যে হেতু তিনি নির্লিপ্ত।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ৩।

(ঐ ঐ ষষ্ঠী বল্লী)

সেই পরমেশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে এবং ইন্দ্র, বায়ু ও যম এই পঞ্চম স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং। ৭।

(ঐ ঐ ঐ)

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মনঃশ্রেষ্ঠ, মনঃ অপেক্ষা বুদ্ধি প্রধান, বুদ্ধি হইতে আত্মা মহান্, এবং আত্মা হইতে সেই অব্যক্ত মহাপুরুষ বিশ্বাত্মা শ্রেষ্ঠ।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। ১২।

(ঐ ঐ ঐ)

সেই পরমাত্মাকে কেহ বাক্য, মনঃ কিম্বা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না। যিনি বলেন যে তিনি আছেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, অন্যে তাঁহাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিবে? ব্যাখ্যা—যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ

নহে। যাঁহারা তাঁহার সত্ত্বায় সন্দিহান হয়েন, তাঁহারা তাঁহাকে কি প্রকারে পাইতে পারেন? শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—"বিশ্বাসে" পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।"

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। ১৩।

(ঐ ঐ ঐ)

সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে, তাঁহার যথার্থ তত্ত্বভাব (চিন্ময় ভাব) হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হয়।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। ১।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দ বল্লী, ৪র্থ অনুবাক)

পরমেশ্বর বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং বাক্য ও মন উভয়ই যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি কখন ভয় পান না।

যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ
আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। ২।

(ঐ ঐ ঐ ৭ম অনুবাক)

এই সেই সুকৃত (স্বয়ং কর্ত্তা) পরমাত্মা জগতের রস স্বরূপ এবং সকল জীবের তৃপ্তি হেতু। সেই ব্রহ্মানন্দ রূপ রস পাইয়া জগতের লোক আনন্দ অনুভব করে। কেবা শরীর চেষ্টা করিত এবং কেবা জীবিত থাকিত, যদ্যপি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম না থাকিতেন। ইনিই জীব সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।

যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। ৩। (ঐ ঐ ঐ ঐ)

যে সময় জ্ঞানী ব্যক্তি এই অদৃশ্য, অশরীরী, অনির্ব্বচনীয়, অনাশ্রয় পরমাত্মাতে অবস্থিত করেন; তখন আর তাঁহার কোন ভয় থাকেনা। অর্থাৎ,সমস্ত

ব্রহ্মময় দেখিলে কি কাহার কোন ভয় থাকে? তিনি সর্ব্বদর্শী হইয়া শক্তি ভোগ করেন।

উপাধি-রহিতং স্থানং বাঙ্মনোতীতগোচরম্।
স্বভাব-ভাবনা-গ্রাহ্যং সঙ্ঘাতৈকপদোজ্ঝিতম্। ৭।

(তেজোবিন্দূপনিষৎ)

সেই পরম ব্রহ্মের কোন উপাধি নাই, তাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। কেবল সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, স্বাভাবিক বস্তু ভাবনা দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায়। কোন শব্দ দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না।

আনন্দং নন্দনাতীতং দুষ্প্রেক্ষ্যমজমব্যয়ম্।
চিত্তবৃত্তি বিনির্ম্মুক্তং শাশ্বতং ধ্রুবমচ্যুতম্। ৮।

(তেজোবিন্দু উপনিষৎ)

তিনি আনন্দ স্বরূপ, অথচ আনন্দের অতীত, অর্থাৎ অন্য কৃত আনন্দে তাঁহার আনন্দ অনুভব হয় না। তিনি দুষ্প্রেক্ষ্য, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, তবে জ্ঞাননেত্রের গোচর, তিনি অজ ও অব্যয়, অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি চিত্তবৃত্তি হইতে মুক্ত, অর্থাৎ কোন চিত্ত বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিত্য, নিশ্চল ও অক্ষয়।

তদ্ ব্রহ্মাণং তদধ্যাত্মং তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণম্।
অচিন্তচিন্তমাত্মানং তদ্ব্যোম পরম স্থিতম্। ৯।

(ঐ ঐ)

তিনি ব্রহ্মা, তিনি আত্মা, তিনি স্বকার্য্যে স্থিত এবং নিপুণ। কোনরূপ চিন্তা তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। তিনি পরম আকাশ স্বরূপ, মহান্ পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্। ৭।
এবং সর্ব্বাণি ভূতানি মণিসূত্রমিবাত্মনি।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ। ৮।

(ধ্যানবিন্দূপনিষৎ)

যেমন পুষ্প মধ্যে গন্ধ, দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত, তিল মধ্যে তৈল, এবং প্রস্তর মধ্যে স্বর্ণ থাকে, সেইরূপ পরম ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, এবং ভূত সকল মণির

ন্যায় তাঁহাতে গ্রথিত আছে, অর্থাৎ, যেমন মণি সকল সূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, জীবগণও সেইরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি স্থির এবং যাঁহাতে অজ্ঞানতা লক্ষিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মতে অবস্থিত।

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জাতাবেতন্নিদর্শনম্। ৩।

(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ গৌড়পদীয় কারিকা, ও ৩য় প্রকরণ)

আকাশ যেমন সর্ব্বগত, আত্মা সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী, এবং যেমন মহাকাশ, ঘটাকাশ আদি নানা অবয়বে প্রকাশ পায়, সেইরূপ পরমাত্মাও নানা প্রকার জীবে প্রকাশিত হয়েন। অর্থাৎ, যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট আদি উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার আত্মা হইতে বিশ্বস্থিত পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে। ৬০।

(মাণ্ডুক্য উপনিষৎ গৌড়পাদীয় কারিকা, ৪র্থ প্রকরণ)

যে আত্মা পরমার্থ, তাঁহাকে নিত্য বা অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি-যুক্ত নহে, কেননা, শব্দের দ্বারা তাঁহার অর্থ প্রকাশ হয় না, এক মাত্র বিবেকই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে।

যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং
তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ৬।

(মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ১ম খণ্ড)

যিনি অদৃশ্য, অর্থাৎ যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। যিনি অগ্রাহ্য, অর্থাৎ যাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যিনি গোত্র ও বর্ণহীন, যাঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও পদ নাই, সেই জন্ম মরণ হীন, সর্ব্বভূতের কারণ, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম, অব্যয় অর্থাৎ হ্রাস রহিত, পরব্রহ্মকে ধীর ব্যক্তিগণ সম্যক্ রূপে দর্শন করেন।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃপরঃ। ২।

(ঐ ২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড)

সেই দিব্য, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পুরুষ অমূর্ত্ত, অর্থাৎ তাঁহার কোন মূর্ত্তি

নাই। তিনি বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী এবং জন্মরহিত। তাঁহার প্রাণ নাই, অর্থাৎ, প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ু হীন, মন নাই। তিনি শুদ্ধ এবং পরাৎপর অক্ষর পুরুষ।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রংজ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মাবিদো বিদুঃ। ৯।
(ঐ ঐ ২য় খণ্ড)

যেমন রত্নময় কোষের মধ্যে উজ্জ্বল অসি থাকে, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে, নির্ম্মল ও নিরবয়ব ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেই শুভ্র, অর্থাৎ নির্ম্মল, জ্যোতির জ্যোতি পরব্রহ্মকে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ জানেন।

কুতস্তুখলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।
সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। ২।
(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ২৮ খণ্ড)
(আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে কহিতেছেন)

হে সৌম্য! কি প্রমাণে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইতে পারে, কোন প্রমাণেই ইহা সম্ভবে না। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে এক মাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করভাষ্য—বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমেবং সদেব সত্যমিতিশ্রুতেঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থত ইদং বুদ্ধিকালেঽপি। অর্থাৎ, শ্রুতিবলেন্ "বিকার বাক্যের আরম্ভ মাত্র মৃত্তিকাই সত্য," প্রভেদ মাত্র এই যে, ঐ মৃত্তিকার বিকারে নানা নাম হইয়া থাকে। যেমন একমাত্র মৃত্তিকা হইতে, ঘট, শরাবাদি পৃথক্ বস্তু বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু সে সমুদায়ই মৃত্তিকা, সেইরূপ এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য) এই প্রপঞ্চ জগৎ অসৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সৎ।

যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ
কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতিস্বে মহিম্নি যদিবান মহিম্নীতি। ১।
(ঐ ৭ম প্রপাঠক ২৪শ খণ্ড, সনৎকুমারের নারদকে উপদেশ।)

সেই ভূমাই (সর্ব্বব্যাপী) অমৃত এবং যাহা অল্প ক্ষুদ্র তাহাই মরণশীল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি যে ভূমার কথা বলিলেন তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন? সনৎকুমার বলিলেন, তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহেন, আপনার মাহাত্ম্যেই তিনি বিদ্যমান আছেন।

সএবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। (১ অংশ। (ঐ ঐ ঐ ২৫শ খণ্ড)

সেই ভূমা, অর্থাৎ পরমাত্মা, অধোদেশে, ও ঊর্দ্ধেতে, পশ্চাতে এবং সম্মুখে বিদ্যমান আছেন। এইরূপে দক্ষিণে ও উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান।

অনেজদেকম্মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি। ৪
বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা ঈশোপনিষৎ।

আত্মা এক, তিনি নিশ্চল, যে হেতু কখন তাঁহার অবস্থান্তর হয় না, অথচ তিনি মন হইতে বেগবান্। ইন্দ্রিয়গণেরও তিনি বিষয়ীভূত নহেন। আত্মা স্থির থাকিয়াও তিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণের অগ্রগামী, কেননা তিনি ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন। দেহমধ্যে পরমাত্মা আছেন বলিয়াই, বায়ু প্রাণরূপী হইয়া কার্য্য করিতেছে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। ৫।
(বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা ঈশোপনিষৎ)

সেই আত্মা চল এবং অচল (সচলের ন্যায় কার্য্য করেন বলিয়া, তাঁহাকে চল বলা হইয়াছে) তিনি দূরে অথচ নিকটে। (অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি দূরে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষে তিনি নিকটে, কেননা তাঁহারা তত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন) তিনি অন্তরে ও বাহিরে, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে দেখেন, আবার তাঁহাকে বিশ্বাত্মা রূপে উপলব্ধ করেন।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো
ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি
তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। ৯।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩য় অধ্যায়)

সেই পরম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি এই বিশ্বে অতি সূক্ষ্ম ও প্রধান। যে অদ্বিতীয় দেবতা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল অথচ নিজ মাহাত্ম্যে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ রহিয়াছে।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্। ১৪। ঐ।

সেই সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষুঃ এবং সহস্রপদ বিশিষ্ট পুরুষ সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া, দশাঙ্গুল পরিমাণ স্থানের উপর অবস্থিত আছেন।

ব্যাখ্যা। উল্লিখিত সহস্র শব্দ অনন্ত বাচক। দশাঙ্গুল, অর্থাৎ দশ দিক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিয়া থাকিয়াও ইহার পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া আছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্। ১৯। ঐ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সেই পর ব্রহ্মের কোন অবয়ব নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাঁহার কোন বিকার নাই। তিনি নিরবদ্য (অনিন্দনীয়) ও নিরঞ্জন (নির্ম্মল) তিনি মোক্ষপদ প্রাপ্তির পরম সেতু এবং দগ্ধকাষ্ঠ বিনির্গত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ
তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে
তদিহান্তিকে চ, পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্। ৭।
(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড)

তিনি বৃহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য-স্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি অতি দূরে আছেন, আবার নিকটেও বর্ত্তমান। অর্থাৎ, অজ্ঞানীদের পক্ষে তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন, কিন্তু জ্ঞানবান্দিগের তিনি অতি নিকটে। তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবিগণের আত্মাতে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন।

অয়ং বাব স যোঽয়মন্ত র্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ
পূর্ণং অপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে
য এবং বেদ। ৯। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৩য় প্রপাঠক, ১২শ খণ্ড)

যিনি অন্তর্গত হৃদয়াকাশ-স্বরূপ, তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম, অপ্রবর্ত্তনশীল। যিনি এই ভাবে পূর্ণ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরম শ্রী লাভ করেন।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ। ২।
(ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৩য় প্রপাঠক ১৪শ খণ্ড)

ব্রহ্ম মনোময়, তিনি প্রাণশরীর—শঙ্কর ভাষ্য-অতএব প্রাণ শরীরঃ প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞান ক্রিয়াশক্তিদ্বয় সংমূর্চ্ছিতঃ। অর্থাৎ, লিঙ্গশরীরই প্রাণ, ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা মূর্চ্ছিত (মোহিত) আছে—দীপ্তিই তাঁহার রূপ,

তিনি সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার রূপ আকাশের ন্যায়—শাঙ্কর-ভাষ্য—সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদি-হীনত্বঞ্চাকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। অর্থাৎ,আকাশ যেমন সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম ও রূপাদি-বিহীন, ঈশ্বরও সেইরূপ—তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, তিনি সর্ব্বকাম—শাঙ্কর-ভাষ্য—সর্ব্বে কামা দোষরহিতা অর্থাৎ, দোষ রহিত সকল প্রকার কামনাই তাঁহার আছে—তিনি সর্ব্বগন্ধ—শাঙ্কর ভাষ্য—সর্ব্বে-গন্ধাঃ সুখকরা অস্য সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ। অর্থাৎ, সকল প্রকার সুখকর গন্ধই ঈশ্বরে আছে—তিনি সর্ব্ব রসযুক্ত। তিনি অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তিনি অবাকী, তিনি অনাদর-শাঙ্কর ভাষ্য-অপ্রাপ্ত প্রাপ্তৌ হি সম্ভ্রমঃ স্যাদনাপ্তকামস্য ন ত্বাপ্তকামত্বান্নিত্য-তৃপ্তস্যেশ্বরস্য সম্ভ্রমোঽস্তি ক্বচিৎ। অর্থাৎ যাহারা অপ্রাপ্তকামী তাহাদেরই কোন বস্তুর অপ্রাপ্তিতে উদ্বেগ হইয়া থাকে, ঈশ্বর পূর্ণকামী, তিনি নিত্য ও তৃপ্ত, সুতরাং তাঁহাতে স্পৃহা নাই।

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্-ব্রহ্মেতি। ৬। (ঐ ৪র্থ প্রপাঠক ১৫শ খণ্ড)

শান্তগণ চক্ষুকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া চক্ষুর ভিতরে যে পুরুষ দেখিতে পান, তিনিই আত্মা। ইনি মরণ-ধর্ম্মের অতীত ও অভয়, সুতরাং ইনিই ব্রহ্ম।

স দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঽদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদ-মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত। ১। ঐ উপ প্র, ২য়খণ্ড।

এই বিশ্ব উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ পুরুষ পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বিদ্যান ছিলেন, ইহাই জানা যায়। সেই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম, তিনি সর্ব্বগত নিরঞ্জন ও নিরবয়ব।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম
মহৎ পদ (মত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ য (দেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যম্
পরঃ বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্। ১
মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড।

সেই পরব্রহ্ম সকল প্রাণীর হৃদয় গুহাবাসী এবং মহৎ আশ্রয়। পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি সকল প্রাণী (এবং নিমিষ ক্রিয়াযুক্ত সমস্ত) সেই ব্রহ্মের আশ্রয়ে রহিয়াছে। যিনি সৎ, অসৎ (স্থূল সূক্ষ্মরূপ) সকলের বরেণ্য, সকলের

শ্রেষ্ঠ এবং প্রাণিগণের সাধারণ জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হও।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ১২।
কঠোপনিষৎ তৃতীয় বল্লী।

এই আত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন। তিনি প্রকাশ পান না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ ইহাঁকে সুতীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান।

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন। ৩৬।

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ, গৌড়পাদীয় কারিকা ৩য় প্রকরণ আত্মা অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত। তিনি অনিদ্র এবং অস্বপ্ন, অর্থাৎ তিনি চৈতন্যস্বরূপ এবং সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ। তিনি অনাম এবং অরূপ, অর্থাৎ কোন নামের দ্বারা তিনি অভিহিত হয়েন না, এবং কোন রূপ দ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় না।

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ। ৩৭। ঐ।

তিনি সকল অভিলাপ বিগত, অর্থাৎ কোন বাক্য দ্বারা তাহাঁকে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি সকল চিন্তা রহিত, কেন না তিনি অমনাঃ তিনি সুপ্রশান্ত, কোন না কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি বিচলিত হয়েন না। তিনি জ্যোতির্ম্ময়। তিনি সমাধি এবং বিকার-শূন্য হইয়া অচল ও অভয় হইয়া আছেন।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্মতপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সো বিদ্যাগ্রন্থিং
বিকিরতীহ সৌম্য। ১০।
মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড।

সেই পুরুষই কর্ম্ম, তপস্যা, ও পরামৃত ব্রহ্ম এ সমুদায়ই॥ হে সৌম্য! যিনি তাঁহাকে হৃদয় গুহাগত বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি এখানেই বাসনা-রূপ অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন করেন।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা॥
(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৮ মন্ত্রের অংশ)

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্যান্য সকল হইতে প্রিয়।

অথাত আদেশো নেতি নেতি।
ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ
নামধেয়ং সত্যস্যসত্যমিতি। ৬ অংশ।

ঐ ২য় অ, ৩য় ব্রাহ্মণ।

"নেতি নেতি", অর্থাৎ ইহা (ব্রহ্ম) নহে, ইহা (ব্রহ্ম) নহে এইরূপ আদেশ হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সর্ব্ব প্রকার নিষেধই ব্রহ্ম স্বরূপ। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত জাগতিক যাবতীয় পদার্থের অতীত বলিয়া যে পদার্থ আছেন, তাঁহাকে সত্যের সত্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি,
প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্। ২০ অংশ।
(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২য় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ)

সেই পরমাত্মার উপনিষৎ "সত্যস্য সত্যং" অর্থাৎ সত্যের ও সত্য। প্রাণ সকলও সত্য, এবং ব্রহ্ম তাহাদেরও সত্য।

ব্যাখ্যা, উপনিষৎ। যে নাম উপাসকগণকে ব্রহ্ম সমীপে লইয়া যায়, তাহাকে উপনিষৎ বলে।

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়-মস্মিন্, সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽ-মৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং। ১২।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২য় অধ্যায় ৫ম ব্রা।

এই সত্য সকল ভূতের মধু এবং সকল ভূতও এই সত্যের মধু। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং সত্য মূলক কার্য্য কারণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত যে অধ্যাত্ম পুরুষ, উল্লিখিত আত্মাই সেই পুরুষ এবং সেই আত্মাই সর্ব্বময় ব্রহ্ম।

সবা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ। ১৫। ঐ ঐ।

সেই এই আত্মা যিনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সকল ভূতের রাজা।

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও তাহার নেমিদেশে কি না প্রান্তভাগের উপরে সমুদায় অর কি না চক্রের পাখী ন্যস্ত থাকে, সেইরূপ এই আত্মাতে, সমস্ত ভূত, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব, এক কথায় আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

জনক রাজার যজ্ঞ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি :—অথাধিভূতং, যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতং। ১৫। ঐ ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণ।

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু সর্ব্বভূত যাঁহা হইতে ভিন্ন, সর্ব্বভূত যাঁহাকে অবগত হইতে সক্ষম হয় না, যাঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্বভূত নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই তোমার অন্তর্যামী।

জনক রাজার যজ্ঞ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি :—

অথাধ্যাত্ম, যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ১৬।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণ।

যে আত্মা প্রাণে থাকেন এবং যিনি প্রাণ হইতে পৃথক্ প্রাণ যাহাকে বিদিত হইতে সক্ষম হয় না, প্রাণই যাঁহার শরীর এবং যিনি বিহিত মত প্রাণের প্রেরণা করেন, সেই নিত্য পুরুষই তোমার আমার এবং অন্যান্য সকলের অন্তর্যামী।

এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টা শ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতঃশ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং। ২৩। ঐ ঐ।

এই অন্তর্যামী সকল পদার্থের দ্রষ্টা কিন্তু তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়েন না, তিনি সকল শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু তিনি কাহারও শ্রবণের বিষয় হয়েন না, তিনি সকল বিষয় মনন করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিন্তা করিতে পারে না। তিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না।

এই অন্তর্যামী ব্যতীত যখন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা কেহ নাই, তখন আর তাঁহাকে কে জানিবে? অতএব হে উদ্দালক! তোমার আমার ও অন্যান্য সকলের অন্তর্যামী কথিত পুরুষই অমৃত, কি না নিত্য, তাঁহা ভিন্ন আর সকলই আর্ত্ত কি না নশ্বর।

সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূল মনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গম অরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্র মবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন। ৮। ঐ ঐ ৮ম ব্রাহ্মণ।

এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে অভিবাদন করেন তিনি অক্ষর, কিনা অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, অর্থাৎ তাঁহাতে রক্ত আদি কোন বর্ণ নাই, তিনি স্নেহময় বস্তু অর্থাৎ জলীয় কোন পদার্থ নহেন, তিনি ছায়া নহেন, তিনি অন্ধকার নহেন, তিনি বায়ু অথবা শূন্য নহেন, তিনি অসঙ্গ, তিনি রস ও গন্ধ নহেন, তিনি চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ ও মুখবিহীন। তিনি অন্তর বাহ্যহীন তিনি গ্রসমান বা গ্রস্ত হন না।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ. এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাযাং যাঞ্চ দিশমনু। ৯। ঐ ঐ

হে গার্গি! সেই অবিনাশী পুরুষের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহার শাসনে হে গার্গি! দ্যুলোক (সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতির্লোক) ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহার শাসনে হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহার শাসনে হে গার্গি! পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিক-বাহিনী নদী সকল পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা ও প্রবাহিতা হইয়া নানা দিকে যাইতেছে।

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ

প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। ১০। ঐ ঐ

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে পরিজ্ঞাত না হইয়া যাগ যজ্ঞ ও বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী তপস্যা করে, সে তদ্দ্বারা স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। হে গার্গি! যে জন তাঁহাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে ক্রীতদাসের ন্যায় হেয়। হে গার্গি! আর যিনি তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরলোক গমন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ, কি না ব্রহ্মজ্ঞ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টা শ্রুতং
শ্রোত্রমতং মন্তৃ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ।
নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ
নান্যদ তোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রে
তস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। ১১।
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণ।

হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দেখেন, কেহ তাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন. সেইরূপ তিনি মনের অবিষয় কিন্তু তিনি সকলকে মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। অধিক কি বলিব, এই অবিনাশী পুরুষ ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই।

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যোন হি গৃহ্যতেঽ
শীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতে
ঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং
বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হো বাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ৪ অংশ।
ঐ ঐ ৪র্থ অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ।

এই আত্মা নেতি নেতি প্রতিপাদ্য বিষয়, কি না, ব্রহ্ম। তিনি অগৃহ্য, কি না, তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অশীর্য্য, কি না, শীর্ণ হয়েন না। তিনি অসঙ্গ, কি না, কোথাও মিলিত হয়েন না, তিনি অবদ্ধ, কি না, কিছুতেই ব্যথিত হয়েন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।

এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোকএষোহস্য পরম আনন্দ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। ৩২। ঐ ৩য় ব্রা।

ইনি, কিনা পরমাত্মা, জীবের পরম গতি, ইনি তাহার পরম সম্পদ, ইনি তাহার পরম লোক, ইনি তাহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র অন্যান্য জীবের উপভোগ্য হয়।

ব্যাখ্যা। পরব্রহ্ম আমাদের পরম লোক, কেন না তাঁহার সামীপ্য লাভ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে, আমাদের আর অন্য কিছু প্রার্থনীয় থাকে না।

(যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়র প্রতি)

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং
সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং।
সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং,
সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং
সর্ব্বেষাং রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়নমেবং
সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং
সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং
সর্ব্বাষাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং
সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং
সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নং। ১১।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়তে নাহাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ১২।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

যেমন সমুদ্র, সকল সলিলের আশ্রয়-স্থল; ত্বক্‌স্পর্শের এক মাত্র আধার-স্বরূপ, রসনা, রস সমুদায়ের এক মাত্র আশ্রয়; নাসিকা সমস্ত গন্ধ গ্রহণের আয়তন, চক্ষু রূপ সকলের একমাত্র আবাস; কর্ণ সমস্ত শব্দের একমাত্র স্থান, সমস্ত সঙ্কল্পের এক মাত্র আধার মন; তাবৎ বিদ্যার একমাত্র আলয় হৃদয়

নিখিল কর্ম্মের আশ্রয় একমাত্র হস্ত, সকল পথের পক্ষে একমাত্র সহায়, পদদ্বয়, এবং সকল বেদের একমাত্র অবলম্বন স্থান বাক্য, কেন না, বাক্য বিনা বেদ থাকিতে পারিত না। ১১।

ব্যাখ্যা। যেমন সাগর আদি, কথিত বস্তু সকলের আশ্রয়স্থল, সেইরূপ ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বের মূলাধার। যেমন লবণখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, জলে বিলীন হইয়া যায়, এবং বিশেষ চেষ্টার দ্বারাও লবণকে জল হইতে বাহির করা যায় না। কিন্তু, জলেতে যে লবণ নাই এ কথা বলা যায় না, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি! তুমি, এই মহাভূত সকল এবং অন্যান্য পদার্থ, সকলই সেই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, এবং এই উপাধি-বিশিষ্ট দেহ বিনষ্ট হইলে জীবের আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। ১২।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যু র্ব্রহ্মপুরাণমগ্রম্। ১৮।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪র্থ অ ৪র্থ ব্রাঃ।

যাঁহারা পরব্রহ্মকে, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পরমাকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ। ২০। ঐ ঐ

একমাত্র নির্ম্মল আকাশের অতীত জন্ম-বিহীন মহান্ অবিনাশী আত্মাকে দর্শন করিবে। তিনি উপমারহিত এবং নিত্য।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।
সন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্।
এষ সর্ব্বেশ্বর এষভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল
এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। ২১ অং। ঐ ঐ

এই পরব্রহ্ম সকলের অধিপতি বলিয়া ইনি সকলের ঈশান, কিনা শাসনকর্ত্তা, এবং এই নিমিত্তই সকলে তাঁহার বশে রহিয়াছে। উত্তম কর্ম্মদ্বারা তাঁহার মহত্ব বৃদ্ধি হয় না এবং মন্দ কর্ম্ম দ্বারা তিনি লঘুত্ব প্রাপ্ত হন না। ব্যাখ্যা। পরমেশ্বর এত উৎকৃষ্ট যে কোন সাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উন্নতি হইতে পারে না, আর তিনি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তাঁহার অবনতি হইতে পারে না। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সকল ভূতের অধিপতি, ইনি সকল ভূতের প্রতিপালক। পাছে

লোক ভঙ্গ হয় এই নিমিত্ত তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া সমগ্র বিশ্বধারণ করিতে-
ছেন।

সবা এষ মহানজআত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ
ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। ২৫। ঐ ঐ

সেই এই মহান্ আত্মা, জন্ম-বিহীন। তিনি অজর, অমর, অমৃত কিনা নিত্য, ও অভয়। যে ব্যক্তি এই প্রকারে, উক্ত গুণান্বিত অভয় ব্রহ্মকে জানে সে নিজে অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ
যোনিঃ সর্ব্বস্ত প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।৬
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

অর্থাৎ ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী,ইনি সকলের যোনি (অর্থাৎ, ইনি বিশ্বের উৎপত্তি স্থান) এবং ইঁহা হইতেই ভূত সমুদায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে।

তস্যোত্তরতঃ শিরো দক্ষিণতঃ পাদৌ,
য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ, য ওঙ্কারঃ স প্রণবঃ,
য প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তঃ,
যোঽনন্তস্তত্তারং যত্তারং তচ্ছুক্লং যচ্ছুক্লং
তৎ সুক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তদ্বৈদ্যুতং, যদ্বৈদ্যুতং তৎ
পরংব্রহ্ম, যৎ পরংব্রহ্ম স একঃ, যঃ একঃ সরুদ্রঃ,
যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ, য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ। ৩।
অথর্ব্বশির উপনিষৎ।

সেই পরম পুরুষের শিরঃ উত্তর দেশে, তাঁহার পাদদ্বয় দক্ষিণ দিকে। যিনি উত্তর দিকে অবস্থিত তিনি ওঙ্কার স্বরূপ, যিনি ওঙ্কার স্বরূপ তিনি প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি তারক কি না তারণ কর্ত্তা, যিনি তারক তিনি শুক্ল কি না নির্ম্মল, যিনি শুক্ল তিনি সূক্ষ্ম, যিনি সূক্ষ্ম তিনি বৈদ্যুত, কি না স্বপ্রকাশ, যিনি বৈদ্যুত তিনি পরংব্রহ্ম, যিনি পরংব্রহ্ম তিনি অদ্বিতীয়, যিনি অদ্বিতীয় তিনি রুদ্র,যিনি রুদ্র তিনি ঈশান, যিনি ঈশান (নিয়ন্তা প্রভু) তিনি ভগবান্ মহেশ্বর। ব্যাখ্যা পরম পুরুষের শিরঃ উত্তরদেশে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীব উর্দ্ধমুখী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ

রূপে, আর তাঁহার পাদদ্বয় দক্ষিণ দিকে কল্পিত হইবার অভিপ্রায় এই যে, জীব তদভিমুখে গমন করিলে চলনশীল হইয়া কর্ম্মে রত হয়।

একো হ দেবঃ প্রদিশোনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতঃ
স উ গর্ভ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ। একোরুদ্রো
ন দ্বিতীয়ায় তস্থে য ইমাল্লোকানীশত ঈশানীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌ জনস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্ত কালে সংসৃজ্য
বিশ্বভুবনানি গোপ্তা। (৫ অংশ ঐ)

এক মাত্র ঈশ্বরই সমস্ত দিক্‌ স্বরূপ। তিনি পূর্ব্ব, তিনি মধ্য এবং তিনি অন্ত। তিনি আবাল বৃদ্ধ-বনিতা প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং সকলের মুখস্বরূপ। সেই এক রুদ্রদেব অদ্বিতীয়,সকল জনের ও সর্ব্বপদার্থের অধীশ্বর হইয়া আছেন। তিনি প্রত্যেক জীবে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে প্রলয় করিয়া থাকেন।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ। ২০।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১০ম অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! আমি সকল ভূতের অন্তরস্থিত পরমাত্মা, আমিই ভূত সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু।

এইরূপ বলিয়া, ভগবান্‌ সমগ্র বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে আছেন ইহা দেখাইবার জন্য তন্মধ্যস্থিত প্রধান প্রধান জীব ও পদার্থের উল্লেখ করিতেছেন। তাহার কয়েকটী এই :—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী। ২১। ঐ ঐ

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা।

যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছং ত্বংমমতেজোংহংশসম্ভবম্‌। ৪১।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ৪২ ঐ ঐ।

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত বা কোনরূপে অসাধারণ সে সমস্তই আমার তেজের অংশ সম্ভূত। ৪১

অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার আর অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই বিদিত হও যে এই সমুদায় বিশ্বে আমার একাংশমাত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ৪২।

পরে অর্জ্জুন ভগবানের নিত্যরূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এবম্প্রকারে প্রকটিত হইলেন :—

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্। ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। ১২। ঐ ১১ অঃ।

সেই মূর্ত্তিতে অনেক মুখ ও নেত্র, অনেক অদ্ভুত পদার্থের সমাবেশ, অনেক দিব্য ভূষণের সজ্জা এবং অনেক উজ্জ্বল অস্ত্র বিদ্যমান। আবার সেই মূর্ত্তি দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনে শোভিত। দিব্য সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত এবং সর্ব্বতোভাবে বিস্ময়কর, অনন্ত এবং বিশ্বপ্রকাশক। ১১। যদ্যপি আকাশে একবারে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপের প্রভার তুলনা হইতে পারে। ১২।

ব্যাখ্যা। ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তগণের সমক্ষে তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহার প্রমাণ বিরল নহে।

কোন সময়ে পরমযোগী দত্তাত্রেয়ের প্রশ্নের উত্তরে গুরু নানক বলিয়াছিলেন,—"তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, তাহা বর্ণনাতীত। অসংখ্য লাল রঙ একত্র করিলে তাঁহার মূর্ত্তির লাল রঙের সহিত তুলনা হয় না, অসংখ্য সবুজবর্ণ একত্র হইলে তাঁহার তনুর রঙের মত হয় না। সে রূপ সহস্র সুবর্ণের রূপকে পরাস্ত করে। অসংখ্য হীরক ও মুক্তা তাঁহার চরণে এবং অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য সম তাঁহার চক্ষু, তাঁহার রত্নের শোভা অসংখ্য মণি-মাণিক্যকে পরাস্ত করে, তাঁহাকে দর্শন করিলে মন চমকিত হইয়া যায়। নানক কহেন, সেই

নিরঞ্জন পুরুষ সর্ব্বদা আমার নিকটে, দিবানিশি আমি তাঁহাকে নমস্কার করি-তেছি।" নানকপ্রকাশ দ্বিতীয় ভাগ।

জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ এই :—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ। ১৪।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ। ১৫।
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ। ১৬।
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্। ১৭।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৩শ অধ্যায়।

সকল স্থানেই তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ এবং মস্তক বিদ্যমান। তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। (১৩) তিনি সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকা-শক, কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তিনি নিঃসঙ্গ অথচ সকলের আধার, তিনি সত্ত্বাদিগুণবিহীন, অথচ এই সকল গুণের পোষক। ১৪। তিনি প্রাণী সকলের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন, তিনি স্থাবর এবং জঙ্গমস্বরূপ, সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি দূরে এবং নিকটে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ১৪। তিনি সকল ভূতে কারণ রূপে অবিভক্ত ভাবে এবং কার্য্যরূপে বিভক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সকল ভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা। ১৬। তিনি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রকাশক, তমের অতীত, জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ এবং জ্ঞানের গম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

উপরি উদ্ধৃত ১৩শ শ্লোক এবং ১৪শ শ্লোকের অর্দ্ধাংশ শ্বেতাশ্বতর উপনিষ-দের ৩য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপবর্ণাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিত :। ১০
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্। ১১

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবোত বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে। ১২ ॥
বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায়।

পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদি নির্দ্দেশ বর্জ্জিত। ১০। অপক্ষয়, বিনাশপরিণাম, বৃদ্ধি-জন্ম-বর্জ্জিত, যাঁহাকে সর্ব্বদা আছেন এইমাত্র বলা যায়। ১১। তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র বাস করেন এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব কহিয়া থাকেন। ১২।

ত্বমব্যক্তমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যানামবর্ণবৎ।
অপানিপাদরূপঞ্চ শুদ্ধং নিত্যং পরাৎপরম্। ৩৯ ॥
শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্বমচক্ষুরেকো বহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতাত্বং বেৎসি সর্ব্বং নচ সর্ব্ববেদ্যঃ ॥ ৪০।
বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ১ম অধ্যায়।

তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, অনাম, অবর্ণ, অপাণি, অপাদ, অরূপ, শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাৎপর। ৩৯। তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্ত হীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ। ৪০।

ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্ ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ পুমাং স্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ। ৪২
যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ। ৪৪ ॥
বিষ্ণু পুরাণ, ৫ম অংশ, ১ম অধ্যায়।

তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিখিল ভুবনের রক্ষা কর্ত্তা, সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে, যে হেতু, ভূত ও ভব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে,অতএব তুমিই অণু হইতে অণু তর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক মাত্র পুরুষ। ৪২। যেমন অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি বিকারভেদে বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বব্যাপী একরূপ হইয়াও অনন্তরূপ ধারণ করিয়া থাক। ৪৪।

হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাংসহস্রাণ্যযুতানি চ।

ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটি-শতানি চ। ২৭।
দারুণ্যগ্নির্যথাতৈলং তিলে তদ্বৎপুমানপি।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ। ২৮॥
বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৭ম অধ্যায়।

হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা। তাহাতে এইরূপ সহস্র অযুত এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। ২৭। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, প্রধানে, কিনা প্রকৃতিতে, অবস্থিত। ২৮॥

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ,
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ
আত্ম স্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্। ২৩।
বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ১৬শ অধ্যায়।

সেই অচ্যুত স্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎ সকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মা স্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে সকলই আত্মস্বরূপ, ভেদ মোহ পরিত্যাগ কর।

ঈশ্বরাদি জগৎসর্ব্বমাত্ম ব্যাপ্য সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণোঽদ্বৈত বিবর্জ্জিতঃ। ৫২॥
শিবসংহিতা, ১ম পটল।

দ্বৈতহীন সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র পূর্ণ আত্মা, ঈশ্বর অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুরই; বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বথা ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন।

যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যোমিথ্যাস্যাদাত্মা সত্যোভবেত্ততঃ। ৫৬।
অবিদ্যা ভূতসংসারে দুঃখ নাশং সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখম্। ৫৭।
যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনম্। ৫৮। ঐ

যখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন আত্মাকে নিরন্তর এক ও অদ্বিতীয় বলা যায়, আর যখন আত্মা ব্যতীত অন্য সকল পদার্থই মিথ্যা, তখন একমাত্র আত্মাকেই সত্যস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ৫৮। অজ্ঞান-মূলক এই সংসারে যখন দুঃখনাশই সুখ বলিয়া কথিত, এবং আত্ম-জ্ঞান হইতে যখন অত্যন্ত দুঃখ শান্তি হইতেছে, তখন আত্মাই যে সুখস্বরূপ, তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই। ৫৯। যখন জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অজ্ঞান বিনাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মাই জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞানই সত্য নিত্য বস্তু। ৬০।

একঃসত্তা পূরিতানন্দরূপঃ, পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ।
এতব্যং জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং মুক্তঃ স স্যান্মৃত্যুসংসারদুঃখাৎ। ৮৭।
শিবসংহিতা, ১ম পটল।

সৎ-স্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মই বিরাজিত আছেন। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই জগতে নাই। যাঁহার এই জ্ঞান দৃঢ় বদ্ধ হয়, তিনি জন্ম-মরণরূপ সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

পার্ব্বতীর প্রতি ভগবান্ মহাদেবের উক্তি :—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। ৩৪।
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ। ৩৫।
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতঃ। ৩৬।
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতিকশ্চন। ৩৭।
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ। ৩৮।
তৎ সত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বিভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি। ৩৯।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে। ৪০।

বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বেতদ্বশবর্ত্তিনঃ। ৪১।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে। ৪২।
তেনান্তর্যামি-রূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বং স্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন। ৪৩।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে। ৪৪।
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ং।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ। ৪৫।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ। ৪৬।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস।

তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্য, সদ্রূপ, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ, তিনি সতত পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ৩৪। তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ এবং নিরাকুল, কি না, আকুলতা-শূন্য। তিনি গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদ্রষ্টা বিভু। ৩৫। তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়-রহিত হইয়াও সমুদায় ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। ৩৬। তিনি লোকাতীত অথচ তিনি ত্রিভুবনের কারণ, তিনি বাক্য মনের অগোচর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ৩৭। এই বিশ্ব তাঁহার অধীন এবং স্থাবর জঙ্গম সহিত ত্রিভুবন তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। ৩৮। এই অনিত্য জগৎ পরমাত্মার সত্যত্ব আশ্রয় করিয়া পৃথক ভাবে, অর্থাৎ পৃথিবী, জল, বায়ু ইত্যাদি রূপে সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে মহেশ্বরি! তিনি সকলের হেতুভূত, সুতরাং তাঁহা হইতে আমাদেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ৩৯ সেই পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের একমাত্র কারণ। এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা নামে অভিহিত, এবং বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্ম। ৪০। হে দেবি! বিষ্ণু তাঁহারই ইচ্ছায় এই বিশ্ব পালন করিতেছেন এবং আমিও তাঁহারই ইচ্ছায় জগতে সংহার-কর্ত্তা রূপে নিযুক্ত আছি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। ৪১। ইঁহারা সকলেই, সেই পরব্রহ্মের আদেশে, স্ব স্ব অধিকারে

নিযুক্ত থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি, এই হেতু ত্রিভুবনে পূজ্যা। ৪২। সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিয়োগক্রমে জীবগণ আপন আপন কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহারা কখন স্বাধীন নহে। ৪৩। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, মেঘসকল কালে জল বর্ষণ করিতেছে এবং বনে তরুসকল পুষ্পিত হইতেছে। ৪৪। যিনি প্রলয়কালে, কালকেও গ্রাস করিয়া থাকেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু-স্বরূপ এবং ভয়ের ভয়ের কারণ। তিনিই বেদান্তবেদ্য ভগবান্, তিনি যৎ সৎ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন। ৪৫। হে সুরবন্দিতে! সকল দেব ও দেবীগণ এবং ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব, কিনা তৃণাদি গুচ্ছ পর্য্যন্ত, সমুদায় জগৎ তন্ময়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়েন। ৪৬।

যথাতথস্বরূপেণ লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনসগোচরম্। ৭।
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈর্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ। ৮।
যতোবিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ। ৯।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয়োল্লাস।

হে মহেশ্বরি! যিনি সত্যাসত্য, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে যথাযথস্বরূপ বা লক্ষণ দ্বারা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? ৭ তাঁহার সত্তায় এই মিথ্যাভূত বিশ্বের সত্যত্ব প্রতীত হয়, ইহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। যাঁহাদের সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বন্দাতীত, যাঁহারা নানা প্রকার ভেদকল্পনা-শূন্য, যাঁহারা শরীরনিষ্ঠ ও আত্মত্ব-বুদ্ধি-রহিত, এবম্প্রকার যোগি জন সমাধি-যোগ দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন। ৮।

যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে তাহা অবস্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতে তাহা লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্রহ্ম এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বিদিত হয়েন।

স্বমায়য়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র অপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ। ১২৮॥

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপোহ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ। ১২৯।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, চতুর্দ্দশ উল্লাস।

এই জগৎ ব্রহ্মের মায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করা দেবতাগণেরও অসাধ্য। তিনি ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছেন। (১২৮) যেমন সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে আকাশ থাকে, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষী স্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। (১২৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্। ৩২।
ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ। ৩৩।

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৯ম অধ্যায়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বর্ত্তমান ছিলাম। সে সময়ে, কি সূক্ষ্ম পদার্থ কি স্থূল পদার্থ, কি তাহাদের কারণভূত প্রধান তত্ত্ব কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি। এই যে সমস্ত বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আমি। অবশেষে, এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। (৩২) যাহা প্রকৃত বস্তু ব্যতীত ও আত্মাতে প্রতীত হয়, এবং প্রকৃত পদার্থ হইয়াও যাহা অন্ধকারের ন্যায় প্রতীত হয় না, হে ব্রহ্মন্! তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। (৩৩)

তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসিমাং ততং ব্রহ্মন্-ময়ি লোকাং স্ত্বমাত্মনঃ। ৩০।
যদাতু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতং।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্। ৩১।

ঐ ৩য় স্কন্ধ ৯ম অধ্যায়।

হে ব্রহ্মন্! যখন লোকের এবম্প্রকার প্রতীতি হয় যে, আমি সকল স্থানে বিদ্যমান আছি, তখন তাহার মোহ দূর হয়। (৩০) অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলের ভিতরে থাকে, আমি সেইরূপ সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি, ইহা যখন লোকে দেখিতে পায়, তখন তাহাদের অজ্ঞান দূর হয়। (৩১)॥

মহর্ষি সনৎকুমার রাজা পৃথুরাজকে বলিয়াছিলেন।

তত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাঞ্চ,
দেহেন্দ্রিয়া সুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্।
যঃ ক্ষেত্র বিত্ত পতয়া হৃদি বিষগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাং স্তমবেহি সোঽস্মি। ৩৭।

ঐ ৪র্থ স্কন্ধ ২২শ অধ্যায়।

হে নরেন্দ্র! যে ভগবান্ এই স্থাবর. জঙ্গম, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি, ও অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিদিত হও। কেবল তিনিই নিত্য, অপর সকল অনিত্য। সেই পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, তিনি জীবের প্রতি লোমকূপে প্রকাশ পান। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত। তিনি কর্ম্ম দ্বারা মলিনা প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়াছেন। আমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হই।

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণের ভগবানের প্রতি ;—

ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্ম তন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃপরস্মাৎ। ১০।
ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো, গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ। ১১।
যথাগ্নিমেধস্য মৃতঞ্চ গোষু, ভুব্যন্নমম্বুগু মনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হিত্বা, গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি। ১২।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্ কিংবান্তিবিজ্ঞাপ্যমশেষ সাক্ষিণঃ। ১৪।
অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে। ১৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে ভগবন্! আপনি আত্মতন্ত্র। যেমন মৃত্তিকা ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত, সেইরূপ আপনিও এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত, যে হেতু. আপনি শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ। ১০। আত্মাশ্রয়িণী (নিজাশ্রিত) স্বাধীনা মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আপনি তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তত্ত্বজ্ঞানী মনীষিগণ গুণের পরিণামেও আপনাকে মনের দ্বারা নির্গুণস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ১১। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, গাভীতে ঘৃত, ভূমিতে জল ও অন্ন এবং পুরুষকারে জীবিকা নিহিত আছে, আর যেমন মনুষ্যগণ বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি সংগ্রহ করে, পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন,

আপনিও সেইরূপ গুণ সকলে বর্ত্তমান আছেন, বুদ্ধিরূপ উপায় দ্বারা মনীষিগণ সেই গুণ সকল হইতে আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন। (১২) আপনি বাহ্য ও অন্তরের আত্মা এবং সকলের সাক্ষী। আপনাকে আর কি জানাইব। (১৪ অংশ) যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল উঠিয়া থাকে, সেইরূপ, আমি, গিরিশ, দেবগণ ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আমরা সকলে আপনা হইতে বহির্গত হইয়াছি। ১৫।

উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ :—

অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ। ১৮।
যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথাতন্তুবিতানসংস্থঃ। ১৯॥

ঐ একাদশ স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়।

এই পরমাত্মা আদিতে অব্যক্ত এক মাত্র ছিলেন। বীজ যেমন ক্ষেত্র পাইয়া তাহার শক্তি বিকাশ করে, তিনিও তেমনি বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন, যে হেতু, তিনি ত্রিগুণের আশ্রয় পদ্মযোনি। ২০। বস্ত্রে সূত্র বিস্তারের ন্যায় এই বিশ্ব তাঁহাতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ২১।

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে। ১৯।
যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্যতদ্বৎ। ২০।
বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যে নৈবতুর্য্যেণ তদেব সত্যম্। ২১॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৮শ অধ্যায়।

বেদ, বিবেক, বিতর্ক ও তপস্যা দ্বারা এই তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় যে, বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক পদার্থ ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, মধ্যেও তাহা বিদ্যমান। এই তত্ত্বকে জ্ঞান বলে। ১৮। যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে যে স্বর্ণ বিদ্যমান ছিল এবং পরেও যাহা থাকিবে, তাহা সুগঠিত ও নানা নামে অভিহিত হইলেও তাহার নিজস্বরূপে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ আমিও এই বিশ্বে সমভাবে অবস্থিত। ১৯। অবস্থাত্রয় (১) সমন্বিত মন,

(১) অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

গুণত্রয় (২) এবং কারণ, কার্য্য ও কর্ত্তা যে শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য। ২৮

ধ্রুবের, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি॥ ৭।

(শ্রীমদভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ৯ম অধ্যায়)

গুণময়ী মায়া শক্তি দ্বারা আপনি বিশ্বের পদার্থ সকল সৃষ্টি করেন এবং আপনিই মায়ার সদ্‌গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি তাহাতে অবস্থিত হইয়া, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়েন। যেমন অগ্নি এক হইলেও কাষ্ঠের বিভিন্নতা প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পায়, আপনিও সেই প্রকারে এক হইলেও বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্। ২
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায়হবিষাপ বিধেম। ৩

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত।

যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন। যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে। যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। আমরা কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব? (২) যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়-সম্পন্ন গতি-শক্তিযুক্ত জীবগণের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের প্রভু। আমরা কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব? (৩)

নৈতা বদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা স দ্যাবা পৃথিবী বিভর্ত্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদীং সূর্য্যং ন হরিতো বহংতি। ৮।

ঐ ঐ ৩১ সূক্ত।

দ্যুলোক ও ভূলোক ইহাঁরাই শেষ নহেন, ইহাদের উপর আরো এক

---

(২) গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ব্যাখ্যা। যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি সূর্য্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্ব্ব হইতে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? আমি অনুমান করি, ঋষি সকল, দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্ব্বস্থ, এক পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে মন্তব্য।

কি ভারতবর্ষে, কি অন্যান্য দেশে, সৃষ্টি বিষয়ক "কার্য্য কারণ" ব্যাপার লইয়া এই তর্ক উঠিয়া থাকে—বীজ অগ্রে না অঙ্কুর অগ্রে। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে এই বচনটী আছে :—

আদৌ বীজং ততোঽঙ্কুরঃ কিমাদাবঙ্কুরস্ততো
বীজমিত্যনির্ণয়েন বীজাঙ্কুরপ্রবাহোঽনাদিঃ।

প্রথমে বীজ, পরে তাহা হইতে কি অঙ্কুর হইয়াছিল, না আগে অঙ্কুর, পরে তাহা হইতে বীজ জন্মিয়াছিল? ইহার কোন পক্ষই নির্ণয় করা যায় না, অথচ উক্ত বস্তু দুইটীর অর্থাৎ বীজের ও অঙ্কুরের জন্য-জনকতা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। অতএব বীজ ও অঙ্কুর এই দুইটি অনাদি, অর্থাৎ উহার কোন্‌টি আদি, তাহা নির্ণয় হয় না।

এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে ভক্ত প্রহ্লাদ, নৃসিংহরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রে বলিয়াছিলেন :—

রূপে ইমে সদসতী তববেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃসমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষতে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ। ৪৬।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়)

হে দেব! বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায়, সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, আপনার স্বরূপ রূপ বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। আপনি কিন্তু রূপাদি-বর্জ্জিত। যে প্রকার কাষ্ঠস্থিত অগ্নি ইন্ধন দ্বারা অনুভব হয়, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগ দ্বারা কার্য্য ও কারণ উভয়েতেই আপনাকে অবস্থিত দর্শন করেন, অন্য প্রকারে সে জ্ঞান হয় না।

বর্ত্তমান সময়ের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৃষ্টি কার্য্য ক্রমে ক্রমে এবং বহুকাল ব্যাপিয়া সমাধা হইয়াছে। বাইবেলের মতে ঈশ্বর ছয় দিনে সমগ্র সৃষ্টি কার্য্য শেষ করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় ছয় হাজার বৎসর। কিন্তু, এখনকার বৈজ্ঞানিকগণের

সিদ্ধান্ত দ্বারা, এ দুইটী মতই খণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, বহু সহস্র বৎসরে এই পৃথিবী মনুষ্যের বাস উপযোগী হইয়াছিল, এবং প্রথমে অচেতন পদার্থ, তাহার পর উদ্ভিদ। পরে নিকৃষ্ট জীব সকল এবং সর্ব্ব শেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা আরো বলেন যে, কেবল পৃথিবীই যে জীবের বাসোপযোগী তাহা নহে, অন্যান্য লোকেও জীব আছে।

আমরা নানা শাস্ত্র হইতে সৃষ্টি বিষয়ক যে সকল বচন উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের শাস্ত্রীয় মত সকল, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত সমুদায়ের সহিত মিলিতেছে। পাঠকগণ ইহাও প্রণিধান করিতে পারিবেন যে, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণাদি শাস্ত্র, সৃষ্টিসম্বন্ধীয় মুখ্য মুখ্য বিষয়ে সকলেই একই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, ইহার ভিতরে পরমেশ্বরের মঙ্গলভাব দেখিয়া আমাদিগকে মোহিত হইতে হয়। মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ এই ধরাধামে সুখে বাস করিবে বলিয়া তিনি তাহাদের জন্মিবার কত পূর্ব্বে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। জলের জন্য নদী সকল, উত্তাপ ও কিরণের জন্য সূর্য্য, এবং অন্যান্য পদার্থকে, মনুষ্য ও অপরাপর জীবের ব্যবহারার্থে সৃষ্টি করিলেন। সামান্য তৃণেতেও তিনি শস্যের সঞ্চার করিলেন, বৃক্ষ সকলকে সুগন্ধি ফুল ও সুমিষ্ট ফলের আধার করিলেন। আবার মৃত্তিকার ভিতরে, মনুষ্যের ভোজন পাত্র ও অন্য রূপে ব্যবহার জন্য কত খনিজ পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মনুষ্য বস্ত্র পরিধান করিবে এবং বিছানায় শয়ন করিবে, এই জন্য কার্পাস ও শিমূল বৃক্ষের তুলার আয়োজন করিয়া রাখিলেন। সামান্য ব্যক্তি হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলের শয়ন ও উপবেশনের জন্য, তাঁহার কেমন আয়োজন দেখুন। সেগুণ ও শাল বৃক্ষ প্রভৃতি, তক্তা দিতেছে, বেতস বেত দিতেছে, এবং গুল্ম সকল তৃণ দিতেছে। আবার, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং রমণীর আভরণ ও রাজার সিংহাসন গঠন জন্য ভূগর্ভে কত ধাতু রাখিয়া দিয়াছেন। আবার দেখুন, পরমেশ্বর বুঝি স্থির করিয়াছিলেন যে, বৃক্ষ সকল নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াতে মনুষ্যের কাষ্ঠের অভাব হইবে, এই জন্য তিনি তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে পাথুরে কয়লা রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি, সর্ষপ প্রভৃতি, পাছে আবশ্যক তৈল যোগাইতে না পারে, এই জন্য বুঝি পৃথিবীর অভ্যন্তরে তৈলের সঞ্চার করিয়াছেন।

পরমেশ্বর দেখিলেন যে,মনুষ্য তাহার সুখের জন্য নিকৃষ্ট জীবদিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিতেছে। অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতিকে নানা কাজে লাগাইতেছে। পদব্রজে যাইতে কষ্ট হয়, এজন্য ঘোড়া ও বলদ তাহাদের যান বহন করে, ক্ষেত্রকর্ষণ ও দ্রব্যাদি বহন করিতে নরগণের অসুবিধা হয়, সুতরাং এ সব কার্য্যে উক্ত পশুকে নিযুক্ত করে। অমনি ভগবান্ মনুষ্যকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিলেন। সে নানাপ্রকার কল আবিষ্কার করিতে লাগিল এবং এই সকল পশুর পরিবর্ত্তে তাহার আবশ্যক কার্য্য কলযোগে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আবার পরমেশ্বর দেখিলেন যে, তিনি মনুষ্যের জন্য, শাক সবজি শস্য, এবং ফল, মূল, প্রচুর পরিমাণে রাখিয়া দিলেও সে তাহাতে সন্তুষ্ট নহে, জীব হিংসা করিয়া সেই জীবের মাংস দ্বারা, উৎকৃষ্ট পোলাও কালিয়া প্রভৃতি প্রস্তুতকরতঃ সুখে ভোজন করিতেছে। অমনি তিনি কোন কোন মনুষ্যকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিলেন। তাহারা নিরামিষ ভোজনের আবশ্যকতা প্রচার আরম্ভ করিল। এই দেখুন, ডাক্তার এফ, আর, লিজ (Dr. F. R. Lees) সাহেব "Primeval diet of man" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"আট্‌লান্‌টিক্ সাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে সকল মনুষ্য বাস করে,তাহারা অবগত নহে যে, পশু মাংস মনুষ্যের ভোজ্য। তাহারা রুটী, দুদ, এবং নানাপ্রকার ফল ভোজন করিয়া থাকে। পৃথিবীর আদিম মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন, আহারের মিতাচার এবং কামনার সমতা জন্য। আবার দেখুন, ডাক্তার হার্‌রি বেন্‌জাফিল্ড (Dr. Harry Benjafield) তাঁহার একটী বক্তৃতায় কি বলিয়াছেন :—"অন্য প্রকার খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা ফল এবং তরকারী শরীর পোষণের এবং স্বাস্থ্য রক্ষণের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়। প্রতিদিন বারটি করিয়া আপেল (apple) খাইলে শরীর আশ্চর্য্যরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন, কলা, কমলালেবু, পাতি বা অন্য লেবু এবং ষ্ট্রবেরি (straw-berry) ভক্ষণ করিলেও শরীরের স্বাস্থ্য বিধান হয়।" আরো অনেক ডাক্তার এবম্প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আদমস্মিথ (Adam Smith) তাঁহার Wealth of Nations পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

ভূয়োদর্শনের ফলে জানা গিয়াছে যে, মাংস ব্যতীত শস্য ও তরকারী এবং দুদ্ পনীর ও মাখন (কিম্বা তৈল, মাখনের অভাবে) দ্বারা, প্রচুর পরিমাণে অতি উপাদেয়, অতি পুষ্টিকর, এবং অতি বলকারক খাদ্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন, পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ ইউরোপে, যে মহাদেশে মাংসাহার বিশেষ রূপে প্রচলিত, নিরামিষ ভোজন প্রচলিত করিবার জন্য, সভা, সমিতি সকল স্থাপিত

হইয়াছে, এবং সেই সমুদায় সভায় সভ্যগণ আমিষ ভক্ষণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতেছেন।

আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিগণ নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, এবং ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর আমাদের সুখের জন্য নানা প্রকার দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহার দ্বারা আমরা, জীব হিংসা না করিয়াও, সেই সকল দ্রব্য আমাদের ব্যবহার-উপযোগী করিয়া লইতে পারি।

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই প্রস্তাবে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বিবৃত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, অনন্ত, অনশ্বর, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরালম্ব, নিত্য ও সত্য, এবং তাঁহাতে ভীষণ ও মঙ্গল ভাব বিদ্যমান। আবার, তিনি আনন্দ ও রসস্বরূপ এবং সকল তৃপ্তির হেতু।

সৃষ্টি বিষয়ক প্রস্তাবে, উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীব সকলের সুখের জন্য, নানাপ্রকার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়যোগে বিবিধ সুখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু, বিষয় সুখ ভোগে কি তৃপ্তি লাভ হয়? ঈশ্বর-প্রদত্ত দ্রব্য সকল নিয়ম পূর্ব্বক ভোগ করিয়া, তাঁহার উচ্চ ভাব সকল আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদিগকে তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া, সেই প্রেমভাব বিশ্বময় বিকীর্ণ করিতে হইবে। আমরা তাঁহার সৃষ্টি মধ্যে কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, তাঁহার করুণা কি পাপী, কি পুণ্যবান্, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি ধনী কি ধনহীন, কি কুলীন কি হীন, কি দেব কি দানব, কি মানুষ কি পশু, কি নর কি নারী, নানাজাতি, নানাশ্রেণী এবং নানা প্রকৃতির জীবে বিতরিত হইতেছে। তাঁহার সূর্য্য সকলকে উত্তাপ দিতেছে, তাঁহার চন্দ্র সকলকে স্নিগ্ধ করিতেছে, তাঁহার জল সকলের পিপাসা দূর করিতেছে, তাঁহার বায়ু সকলের জীবন রক্ষা করিতেছে, এবং তাঁহার সৃষ্ট উদ্ভিদ্ সকল, ফল ও শস্য প্রদান করিয়া, সকলের ক্ষুধা শান্তি করিতেছে। নিকৃষ্ট জীবসকল তাঁহার করুণা ও প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মনুষ্যকে জ্ঞানে বিভূষিত করিয়া তিনি তাহার অন্তর মধ্যে কি বিচিত্র ভাবের লহরী খেলাইতেছেন। সে সেই ভাব-লহরীতে পড়িয়া তাহার প্রতি ঈশ্বরের দয়া অনুভব করিতেছে, এবং সেই দয়াতে বিভোর হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-চক্ষে দেখিতেছে। সে তাঁহার দয়ার ভাব দেখিয়া এই শিক্ষা পাইতেছে যে, সেই জগদাত্মা যখন আমাদের অসংখ্য ত্রুটী ক্ষমা করিয়া, আমাদিগকে দয়া দানে বঞ্চিত করেন না, আমাদিগকেও পরস্পর পরস্পরের ত্রুটী ভুলিয়া গিয়া সকলের সহিত সদ্ভাবে কাল-যাপন করা উচিত।

আমাদের শরীরকে পরমেশ্বর কি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন! অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, শোণিতাদির সমাবেশে ইহা আমাদের সমক্ষে কি আশ্চর্য্য-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ড হইতে ১৫০ মণ্‌ শোণিত সঞ্চালিত হয়। এক মিনিটের মধ্যে মনুষ্য প্রায় ৯ সের বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন, প্রশ্বাসের সহিত মনুষ্য যে অঙ্গারাম্ল বাষ্প ত্যাগ করে, তাহা লতাদির আহার স্বরূপ, এবং প্রত্যেক মনুষ্য সম্বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ লতাদিকে ৬২ সের অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রদান করিয়া থাকে। আবার দেখুন, এই আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত দেহ কি অদ্ভুত উপায় দ্বারা বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইয়া নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু, আমরা এই শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতেছি। এবং ইহা সামান্য আশ্চ-র্য্যের বিষয় নহে যে, এত অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের দেহ আশাতীত স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছে। যদ্যপি আমরা অসাবধানতা প্রযুক্ত, নখ কিম্বা শরীরের অন্য কোন অংশ কর্ত্তন করিয়া ফেলি, কিছু দিন পরে সে অংশটী পচিয়া গিয়া তাহার স্থানে একটী নূতন অংশ সংযোজিত হয়। আমরা আমাদের শরীরের প্রতি কত অযত্ন করি, কিন্তু, তাহার পরিমাণ বিবেচনা করিলে, আমরা যে যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহা সামান্য মাত্র। আবার পীড়া শান্তি জন্য, মঙ্গলময় বিধাতা ধরাতলে কত ঔষধের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

আত্মার প্রতিও আমরা সামান্য অত্যাচার করিতেছি না। কত অন্যায় কার্য্য দ্বারা আমরা আমাদের আত্মাকে কলুষিত করিতেছি। ইহার ফলে আমরা মনের শান্তি হারাইতেছি, এবং সেই আনন্দময় ও রসময় পরমাত্মায় আত্মা সমাধান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু, আমাদের মধ্যে তাঁহাকর্ত্তৃক বিধৃত অনুশোচনা রূপ শাসনকর্ত্তা যথেষ্ট শাস্তি দিয়া আমা-দিগকে প্রকৃতিস্থ করিতেছে। আবার মহাজনগণের রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া আমরা প্রবোধ পাইতেছি, এবং যাহাতে কুপথের দিকে আর গমন না করি, তৎপক্ষে চেষ্টা করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, ব্যাধি-নিচয়ের সহিত পাপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং শরীরকে সবল রাখিবার জন্যও পাপ হইতে বিরত থাকা উচিত। স্বাস্থ্য-ভঙ্গকে পাপের ফল রূপে বিধান করিয়া ভগবান্ উত্তমই করিয়াছেন। ইহা ভগবানের অত্যাচারিগণের প্রতি শাসনের উপায়। আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাইবার জন্য ভগবান্ আরও একটী উপায় বিধান করিয়াছেন। কয়েক জন সাধুকে প্রহরী-রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা

জাগো জাগো বলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং পাপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছেন। এই সতর্কতা যুবকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। যৌবন-কালে ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। তাহাদের উত্তেজনায় অনেক যুবক কদাচরণ করিয়া যাবজ্জীবন তাহার কুফল ভোগ করে। এই জন্যই এই দুইটী মহাবাক্য কথিত হইয়াছে—(১) "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ", অর্থাৎ, যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হইবে। (২) "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানৎ", অর্থাৎ, কৌমার কালেই প্রাজ্ঞব্যক্তিদের ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। দ্বিজগণকে ধর্ম্মশীল করিবার জন্য, প্রাচীনকালে ছাত্র-জীবন ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া দ্বিজগণ আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। এই উপদেশ দ্বারা, ব্রহ্মের উচ্চ ভাব তাঁহাদের অন্তঃকরণে অঙ্কিত হইত, এবং এই ভাব তাঁহাদিগকে বিনীত করিত। সেই সকল উপদেশ হইতেই কিছু কিছু এই প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরমাত্মার মহান্ ভাব কি প্রকারে সৃষ্ট ব্যক্তির দর্পচুর্ণ করিতে সমর্থ, তাহা দেখাইবার জন্য তলবকার (কেন) উপনিষৎ হইতে এই আখ্যায়িকাটী উদ্ধৃত করিলাম।

এক সময়ে দেবতাগণের পরাক্রমে অসুরগণ পরাজিত হইয়াছিল। সেই জয়ে উৎফুল্ল হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ মনে মনে অভিমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্যেই তাঁহারা বিজয়লাভ করিয়াছেন। পাছে দেবতাগণ এই অহঙ্কারের ফলে বিনষ্ট হন, এই আশঙ্কায় পরব্রহ্ম তাঁহাদিগকে প্রতিবোধ দিবার জন্য একটী অদ্ভুত দেহ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

এই অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, দেবতাগণ তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ইঁহাদের অনুরোধে, অগ্নি তাঁহার নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অগ্নিকে দেখিয়া সেই মূর্ত্তিটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" অগ্নি প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি স্বনাম খ্যাত অগ্নি।" ইহা শুনিয়া সেই মূর্ত্তিটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শক্তি কি প্রকার?" অগ্নি বলিলেন যে, "আমার এ প্রকার দাহিকা শক্তি যে আমি বিশ্বস্থিত সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিতে পারি।" তখন সেই পুরুষ অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি তোমার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দহন করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে প্রথমে এই তৃণটী দগ্ধ কর দেখি? কিন্তু, অগ্নি সে তৃণটী দগ্ধ করিতে না পারিয়া দেবতাদের নিকট

গিয়া বলিলেন যে, আমি সে অদ্ভুত পুরুষটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই-লাম না।

তখন দেবতাগণ সেই পুরুষটির তত্ত্ব-নির্ণয় জন্য পবনকে প্রেরণ করিলেন। সেই অদ্ভুত পুরুষটি পবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" পবন ইহার উত্তরে বলিলেন, "আমি বিশ্ববিহারী বায়ু।" ইহা শুনিয়া সেই পুরুষটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার ক্ষমতা কিরূপ?" বায়ু বলিলেন, "এই পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, আমি সে সমুদায়কে গ্রহণ করিতে পারি।" তখন সেই পুরুষ বায়ুর সমক্ষে একটী তৃণ রাখিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইতে বলিলেন। বায়ু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সে তৃণটীকে স্থানান্তর করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দেবতাগণের নিকট গিয়া বলিলেন যে, আমি সে মহাপুরুষের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

পবনের কথা শুনিয়া দেবতাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ইনি কে এবং ইনি আমাদের আরাধ্য কি না, তাহা বিশেষ-রূপে জানিয়া আসুন।" ইন্দ্র দেবগণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। কিন্তু, সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি কোথায় গমন করিলেন। এমন সময়ে সুশোভনা হৈমবতী ইন্দ্রকে দেখা দিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! যে মহাপুরুষ আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন, ইনি কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে দেবী বলিলেন, "ইনি ব্রহ্ম; ইঁহার প্রভাবেই তোমরা দেবাসুর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছ। এ যুদ্ধে তোমরা নিমিত্ত মাত্র ছিলে। তোমাদের বৃথা অভিমান দূর করিবার জন্য তিনি তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" তখন দেবীর বাক্য শুনিয়া, ইন্দ্র, সেই অদ্ভুত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এই আখ্যায়িকাটির পর, উক্ত উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে যে, দেবগণের প্রতি ব্রহ্মের এই শিক্ষা যে, যেমন বিদ্যুতের আলোক ক্ষণকাল মধ্যে উদিত ও অন্তর্হিত হয়, এবং যে প্রকার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম অনায়াসে বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন। তদনন্তর বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

উপরে বিবৃত উপদেশ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ব্রহ্ম-

জ্ঞানই আমাদের প্রথম প্রার্থনীয়। উহা আমাদের অন্তরে ব্রহ্মের মহত্ব অঙ্কিত করাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করি। আমরা দেখি যে, নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও, কত ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কোথা হইতে বিঘ্ন আসিয়া তৎপক্ষে বাধা দেয়। এই জন্যই ত বলিতে হয় যে, আমরা তাঁহার হাতের কাষ্ঠপুত্তলি। ভগবান্ বাসুদেবও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ;—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ১৮।৬১।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।

ভগবান্ প্রাণী সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া, যন্ত্রারূঢ় কাঠের পুতুলের ন্যায় তাহাদিগকে ঘুরাইতেছেন।

কিন্তু, আর একদিক দিয়া দেখিলে, আমরা এ প্রকার বলিতে পারি না। যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমরা সেই মহান্ আত্মার অংশ, আমাদের সম্মুখে যে যোগানন্দ ও প্রেমানন্দ রহিয়াছে, চেষ্টা করিলে আমরা তাহা সম্ভোগ করিতে পারি, এমন কি, তাঁহার উচ্চ ভাব হৃদ্‌গত করিয়া তন্ময় হইতে পারি, তখন আমরা নববলে বলীয়ান্ হই এবং উৎসাহ সহকারে তাঁহার উপাসনায় মনোনিবেশ করি।

দৈব ও পুরুষকার লইয়া লোকে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। কেহ বলেন "ঈশ্বর যাহা করান্ আমরা তাহা করি, আমাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই।" কিন্তু, এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, তাহা হইলে, তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি দিতেন না এবং আমাদের অন্তরে স্বাধীন ভাবও নিহিত থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা কার্য্য করি। এই নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে নিকৃষ্ট জীবগণের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা হীন করিয়াছেন। এই দেখুন পক্ষিগণ আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, মানুষের সে ক্ষমতা নাই, কিন্তু সে বুদ্ধিবলে বেলুন balloon বা এয়ারশিপ্ airship যোগে সেই অভাব পূর্ণ করিতেছে, এবং এই প্রকার কত কল আবিষ্কার করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। অধিক কি বলিব, সে প্রকৃতিকে কিঙ্করীর ন্যায় নিযুক্ত করিয়া, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য না সমাধা করাইয়া লইতেছে? আবার, কোন কোন বিষয়ে মনুষ্য তাহার অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া, ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই যে ভূমিকম্প, জলপ্লাবন বা মহামারী মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে,

নিবারণ করা দূরে থাকুক, ইহার প্রকোপ প্রশমিত করাও আমাদের ক্ষমতা-তীত হইয়া উঠে, এ সময়ে আমাদিগকে ঈশ্বরের কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। ফল কথা এই যে, আমরা উদ্যম-শীল হইয়া কার্য্য করিব এবং প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিব। এরূপ করিলেই দৈব ও পুরুষকারের সামঞ্জস্য হইবে।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু-সভা, কলিকাতা।

হিন্দু সভার কার্য্যালয়, ৩১ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন, তালতলা, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—(১) অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ হিন্দুশাস্ত্র-সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ। (২) প্রতি পল্লীতে কথকতা। (৩) গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা। (৪) ছাত্রদিগের জন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। (৫) হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রচারক নিয়োগ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম ঃ—

(১) শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, (২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম এ, বি-এল, (৩) শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী, (৪) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, (৫) শ্রীযুক্ত রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,(৬) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (৭) অধ্যাপক (প্রফেসর) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, (৮) শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়, (৯) শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (১০) শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (১১) শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এফ্‌,সি, এস,(১২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ, (প্রয়াগ) (১৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, (১৪) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন, (১৫) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (১৬) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ, (১৭) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, (১৮) শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র, (কাশী) (১৯) শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ মিত্র, (কাশী) (২০) শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু, (কাশী) (২১) শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২২) শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ ঘোষ, (২৩) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, (২৪) শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু।

হিন্দু মাত্রই এ সভার সভ্য হইতে পারেন। ইহার চাঁদা অন্যূন প্রতি বৎসর এক টাকা, অগ্রিম দেয়।

শাস্ত্র-সংগ্রহ পুস্তক (হিন্দু-ধর্ম্ম) ১ম ভাগ, ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়া-

ছিল। তাহার মূল্য চারি আনা, ছাত্রদের জন্ম দুই আনা। তৎসম্বন্ধে, শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের মুখ পত্র "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকার মন্তব্য এই :—
"হিন্দু-ধর্ম্ম" (গ্রন্থ) যে হিন্দু সাধারণের বিশেষ উপকারজনক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম খণ্ডে এই কয়েকটী বিষয়ের সমাবেশ দেখা গেল, স্বাস্থ্য, সদাচার, উদ্যম, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, বিধবাগণের আচরণ, গৃহী ব্যক্তির চরিত্র, সাধারণের প্রতি ব্যবহার, জীবের প্রতি কর্ত্তব্য এবং রাজ-ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিষয়ই যে প্রত্যেক মনুষ্যের আলোচ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক হিন্দুরই গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।"

শাস্ত্র-সংগ্রহ পুস্তক (হিন্দু ধর্ম্ম) দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে "সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়" এবং "আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-জ্ঞান" বিষয়ক শাস্ত্রীয় বচন সকল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ছয় আনা, ছাত্রদের জন্য তিন আনা।

পুস্তক দুই খানি, হিন্দু-সভার কার্য্যালয়ে, ৫০ নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট, কাশী সহরে জঙ্গমবাড়ীর ১২৮ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা বেঙ্গল-মেডিক্যাল-হল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।